২.৬. ৪৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

● দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ	:	ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার [২১.১১.২০২৪-বর্তমান]
● জন প্রশাসনমন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ	:	২৩.১০.২০২৪ ও ৬.১১.২০২৪
● বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	৩,৪৬০ ও ২৭
● কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২৮.১১.২০২৪
● আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	৩১.১২.২০২৪
● মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৩,৭৪,৭৪৯
● প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ	:	১৯.০৯.২০২৫
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	২৮.০৯.২০২৫
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	২,৫৯,৩৮৩
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১০,৬৪৪
● লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	২৭.১১.২০২৫
● লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	:	১৮.১২.২০২৫
● লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৮৩৭২
● লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান

[পরিশিষ্ট – ২.১]

২.৭. ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

● দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য	:	অধ্যাপক ড.এম সোহেল রহমান [০৪.০৫.২০২৫ থেকে বর্তমান]
● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ	:	২৯.০৪.২০২৫
● বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	২৭০০ (সহকারী সার্জন) এবং ৩০০ (ডেন্টাল সার্জন)
● কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২৯.০৫.২০২৫
● আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	২৫.০৬.২০২৫
● মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৪১,০২৫
● লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ	:	১৮.০৭.২০২৫
● লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	৫২০৬ [৪৬৯৫(সহকারী সার্জন) এবং ৫১১ (ডেন্টাল সার্জন)]
● লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	২০.০৭.২০২৫
● মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	০৬.০৮.২০২৫
● মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	:	১০.০৯.২০২৫
● মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৫,১৮০
● সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৩৫০০ (স্থগিত প্রার্থীসহ)
● চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	১১.০৯.২০২৫ ও ১৫.১০.২০২৫

২.৮. ৪৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

• দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য	:	অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস
• জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ	:	০৪.০৫.২০২৫
• বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	৬৮৩ (বি.সি.এস. সাধারণ শিক্ষা)
• কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২১.০৭.২০২৫
• আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	২২.০৮.২০২৫
• মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৩,১২৭৫২
• লিখিত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ	:	১০.১০.২০২৫
• লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	১,৭৬,৬৭০
• লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২১৯
• লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	১৯.১০.২০২৫
• মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	০২.১১.২০২৫
• মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ	:	০৯.১১.২০২৫
• মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২১৯
• সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	:	৬৬৮ (স্থগিত প্রার্থীসহ)
• চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	১১.১১.২০২৫

[পরিশিষ্ট – ২.১]

২.৯. ৫০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

• দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য	:	মেজর জেনারেল (অব) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম [০২.০৩.২০২৫ থেকে বর্তমান]
• জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ	:	২৯.১০.২০২৫
• বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	১৭৬০
• কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২৬.১১.২০২৫
• আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	৩১.১২.২০২৫
• মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	২,৯০,৯৬৫
• প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ	:	প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান।

[পরিশিষ্ট – ২.১]

লেখচিত্র ২.১: নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০, সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশের লেখচিত্র

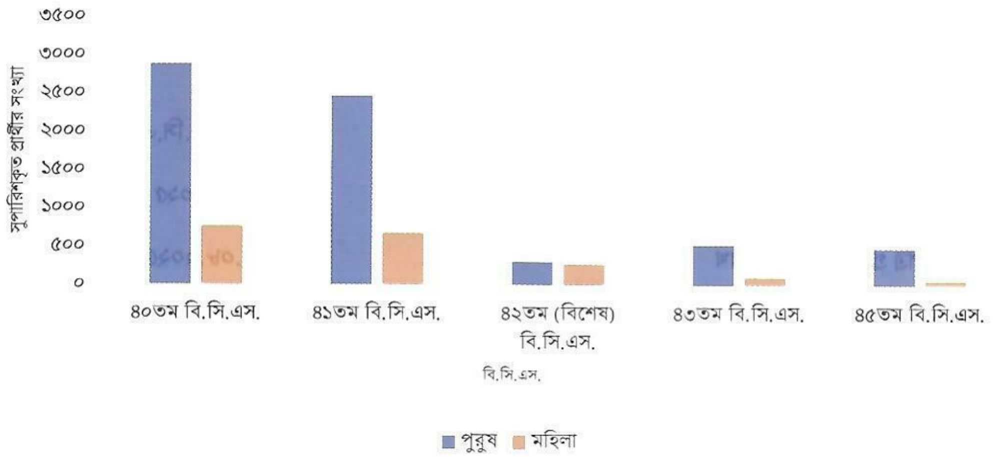

সারণি-২.১ : নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০, সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এবং নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী ৪০তম বি.সি.এস. থেকে ৪৫ তম বি.সি.এস.পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান [লেখচিত্র ২.১]

বি.সি.এস.	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	[৯ম গ্রেড]		[১০ম থেকে ১২তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
৪০তম বি.সি.এস.	৯৬৩	২৬৬	১৯২৮	৫০০	২৮৯১	৭৬৬	৩৬৫৭
৪১তম বি.সি.এস.	৭৮০	১৫৯	১৬৯২	৫১৭	২৪৭২	৬৭৬	৩১৪৮
৪২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	৩০৭	২৭৪	-	-	৩০৭	২৭৪	৫৮১
৪৩তম বি.সি.এস.	১১৬	০৯	৪১৪	১০৩	৫৩০	১১২	৬৪২
৪৫তম বি.সি.এস.	৪২৭(স্থগিত প্রার্থীসহ)	৫৮(স্থগিত প্রার্থীসহ)	৫১	৯	৪৭৮	৬৭	৫৪৫(স্থগিত প্রার্থীসহ)

** ৪৫তম বি.সি.এস.এ নন-ক্যাডার ৯ম গ্রেডের ৫০টি পদ স্থগিত রাখা হয়েছে। (পরিশিষ্ট ২.২ ও ২.৩ দ্রষ্টব্য)

২.৭. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশ

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০২৩ এর আওতায় বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] এবং নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ জারির পূর্বে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয় । ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ ও নন ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদেও নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়।

২.৮. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে জারিকৃত ৮০.০০.০০০০.৪০১.৩৫.০৪৬.১৭-৪২ নম্বর অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত ১ম শ্রেণি (৯ম গ্রেড) ও ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে সুপারিশের জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ বা তার কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা ১০০১ থেকে তদূর্ধ্ব সংখ্যক হলে তিন স্তরবিশিষ্ট MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা ১০০১ থেকে তদূর্ধ্ব সংখ্যক হলে প্রার্থীদের ১ ঘণ্টাব্যাপী ১০০ নম্বরের MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের উক্ত অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫. ১৫. ৩৭(১৫০) অফিস আদেশ বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য, যে সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালায় সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে সে সকল পদের ক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া প্রার্থী ও পদের সংখ্যা নির্বিশেষে এবং রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কমিশন কর্তৃক নবনির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-১১.১) অনুসরণ করা হচ্ছে।

২.৯. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন

০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১১তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও নন-টেকনিক্যাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন সংশোধন ও অধিকতর যুগোপযোগী করে নন-ক্যাডার ৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড পদে নিয়োগ পরীক্ষা নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কমিশন সচিবালয়ের ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬. ১৮. ০০৫.১৫.৩৭(১৫০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়।

লেখচিত্র ২.২: সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

সারণি ২.২: সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	[৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড]		[১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০২১	১৯২	২৩	২,৪৫৩	৮,৭৫১	২,৬৪৫	৮,৭৭৪	১১,৪১৯
২০২২	১৫৪	৩০	১,২৪৪	৩১৬	১,৩৯৮	৩৪৬	১,৭৪৪
২০২৩	২০৮	১০৪	৩৮৫	২৭৭	৫৯৩	৩৮১	৯৭৪
২০২৪	৬৩	৩১	৩০৪৩	২৯৮	৩১০৬	৩২৯	৩৪৩৫
২০২৫	৫১৮	৮৫	১২২১	৩২৬০	১৭৩৯	৩৩৪৫	৫০৮৪

২.১০. ২০২৫ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান

গ্রেড	পুরুষ	মহিলা	মোট
৩য়	০	০	০
৪র্থ	১	০	১
৫ম	১৩	৩	১৬
৬ষ্ঠ	২১	৮	২৯
৭ম	১	০	১
৮ম	১	০	১
৯ম	৪৮১	৭৪	৫৫৫
১০ম	১১৯৩	৩২৫৯	৪৪৫২
১১তম	৯	১	১০
১২তম	১৯	০	১৯
মোট	১৭৩৯	৩৩৪৫	৫০৮৪

পরীক্ষার ধরন	পুরুষ	মহিলা	মোট
বাছাই,লিখিত ও সাক্ষাৎকার	১৪৫৬	৩২৯৪	৪৭৫০
লিখিত ও সাক্ষাৎকার	৯৩	১৫	১০৮
সাক্ষাৎকার	৩৭	১১	৪৮
বাছাই ও সাক্ষাৎকার	১৫৩	২৫	১৭৮
মোট	১৭৩৯	৩৩৪৫	৫০৮৪

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: ২০২৫ সালে সুপারিশকৃত বিভিন্ন পদে প্রার্থী যোগদান না করায় উক্ত শূন্যপদসমূহের বিপরীতে প্যানেল থেকে ৩৫ জনকে সুপারিশ করা হয়।]

[পরিশিষ্ট-২.৪ থেকে ২.৭]

২.১১. উচ্চতর ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর ক্যাডার পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের জন্য নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কমিশন কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়।

২.১২. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা অমান্য করে কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/হাতঘড়ি/ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০২৫ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় 'অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০' অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ১ জন, ৪৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ২ জন, ৪৭তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি টেস্টে ১ জন, ৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ১ জন, অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ডিসেম্বর ২০২৪ এ ৩ জন, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ ৮ জন, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদে বাছাই পরীক্ষায় ৩ জন, রেলওয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী পদের পরীক্ষায় ২ জন, নার্স মিডওয়াইফ পদের পরীক্ষায় ০১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৩. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বি.সি.এস.সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের পারিতোষিক তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইএফটির মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

২.১৪. বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৪১তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের জন্য ২০.০৪.২০২৫ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩,৩৯০ জন প্রার্থী আবেদন করেন। আবেদনকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র তাদের স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্ট্রার ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১৫. কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে ১৯টি বাছাই পরীক্ষা ও ৩৭টি লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান

কমিশনের আওতাভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ও ১২তম গ্রেড] ও প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ও ১২তম গ্রেড] গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ও ১২তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট [পরিশিষ্ট-১১.২] অনুসরণ করা হচ্ছে।

লেখচিত্র-৩: ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ

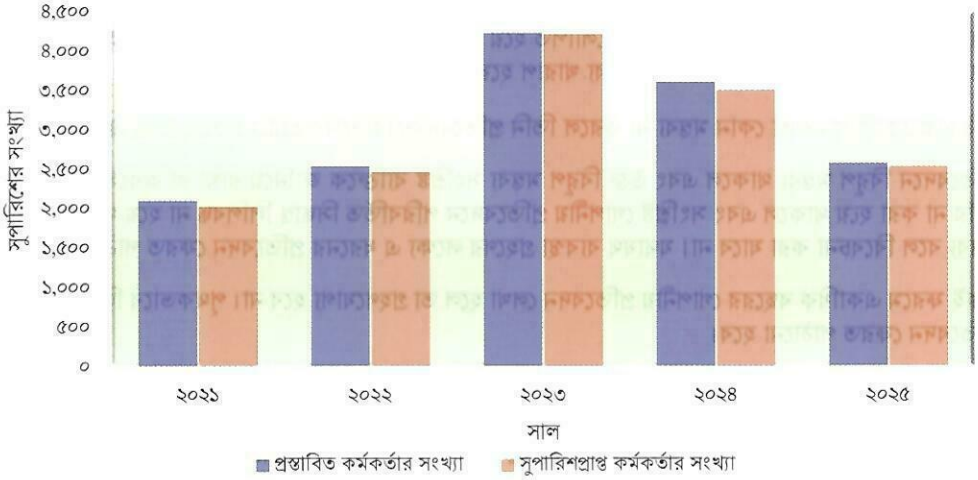

সারণি-৩ : ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

সাল	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	২,১০৩	২,৫৪৩	৪,২৩২	৩৬০৫	২৫৮২
সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	২,০৩১	২,৪৬৯	৪,২১৬	৩৫০৬	২৫৩৮

৩.২. ২০২৫ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

২০২৫ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য ২৫৮২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ২৫৩৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকরি সন্তোষজনক না হওয়া, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিবেচনায় প্রস্তাবিত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

[পরিশিষ্ট-৩]

৩.৩. মানোন্নয়নের সুপারিশের বিবরণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ননক্যাডার বিভিন্ন পদে মানোন্নয়নের প্রস্তাব প্রাপ্তির সাপেক্ষে মানোন্নয়নের সুপারিশ প্রকাশ করে থাকে ।২০২৫ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে মানোন্নয়নের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।

৩.৪. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়:

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোন বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন", "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে; তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোন মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোন পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খন্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও ওপরের ৬ নম্বর উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও"পদোন্নতির যোগ্য নন/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন/ "সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে"এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন/ "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"এ ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোন প্রতিবেদনে কোন প্রকার ওভাররাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভাররাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নম্বর ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্যপদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্যপদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোন অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবিযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোন বিষয় উল্লিখিত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ

প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ও ১২তম গ্রেড] কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী কোন অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র ব্যতীত কোন প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত আধা সরকারি (ডি.ও.) পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে কমিশনের আওতাভুক্ত পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়নখাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্বখাতভুক্ত পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Rules, ১৯৮৩ জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪.০১.১৯৮২ থেকে ১৭.০৫.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য জারীকৃত The Regularization of Ad-hoc Appointment Rules, ১৯৮৩ এর সংশোধনী ২০০৫ (এস.আর.ও. নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬(অংশ-১) জারি করা হয়।

২৫ জানুয়ারি ১৯৮২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এস.আর.ও. নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ পুনরায় সংশোধন করে এস.আর.ও. নম্বর ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট [পরিশিষ্ট-১১.৩] অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪.২. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনের অনুমোদিত চেকলিস্ট [পরিশিষ্ট-১১.৪] অনুসরণ করা হচ্ছে :

সারণি-৪: ২০২৫ সালের নিয়মিতকরণের সুপারিশের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	নিয়মিতকরণের বিধি	প্রস্তাবিত সংখ্যা	সুপারিশের সংখ্যা	পরিশিষ্ট
১.	জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০০০	১৪০	১৪০	পরিশিষ্ট ৪.১
২.	সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০২৪	৪৭	৪৭	পরিশিষ্ট ৪.২
৩.	নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা-২০২৪	৫	৫	পরিশিষ্ট ৪.৩
৪.	নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা-২০০৫	৪২১	৪২১	পরিশিষ্ট ৪.৪
৫.	সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩	১২৮	১২৮	পরিশিষ্ট ৪.৫
৬.	সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা	৮	৬	পরিশিষ্ট ৪.৬
৭.	সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮	১৩১১	১৩১১	পরিশিষ্ট ৪.৭
	মোট	২০৬০	২০৫৮	

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা

২৬টি বি.সি.এস. ক্যাডার এবং ০৫টি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দুই বার ২৬টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বি.সি.এস. (পুলিশ) ও বি.সি.এস. (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের এবং প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র : হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

১. প্রথম পত্র : আইন, বিধি ও পদ্ধতি;
২. দ্বিতীয় পত্র : হিসাব; এবং
৩. তৃতীয় পত্র : সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০২৫]

✓	বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	:	০৪.০৯.২০২৫
✓	মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৪৮৪১ জন
✓	পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ	:	১২.১১.২০২৫ থেকে ২৯.১১.২০২৫
✓	ফলাফল প্রকাশ	:	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।

দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২৫]

✓	বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	:	বিজ্ঞপ্তি জারির কার্যক্রম চলমান।

২০২৫ সালে প্রকাশিত বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০২৪]

✓	বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	:	০২.০৪.২০২৪
✓	মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৫০১৩ জন
✓	পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ	:	০১.১০.২০২৪ থেকে ০৭.১০.২০২৪
✓	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	০২.০২.২০২৫
✓	১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২৫৪
✓	২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১২৫১
✓	৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	১১০১
✓	গেজেট প্রকাশের তারিখ	:	২২.০২.২০২৫

দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২৪]

✓	বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	:	৩০.০১.২০২৫
✓	মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৫৯২৩ জন
✓	পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ	:	২৭.০৪.২০২৫ থেকে ২৯.০৫.২০২৫
✓	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	১৬.০৯.২০২৫
✓	১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	২৪২৭
✓	২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	২৫২৬
✓	৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:	২৩৭৪
✓	গেজেট প্রকাশের তারিখ	:	১৫.১০.২০২৫

সারণি-৫.১ : অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

বছর	পরীক্ষা	আবেদনকারীর সংখ্যা	১ম পত্রে উত্তীর্ণ	২য় পত্রে উত্তীর্ণ	৩য় পত্রে উত্তীর্ণ	মন্তব্য
২০২২	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৬০২৭	২৪০১ জন	২৩৯৯ জন	২৭৭৪ জন	২য় অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষা-২০২৪ এ বি.সি.এস. (পুলিশ) ক্যাডারের ৫৯জন পরীক্ষার্থী ৪র্থ পত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে।
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫২৩৩	১২৫২ জন	১০৬৫জন	১০৭৭ জন	
২০২৩	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০০৩	১৪৪৭ জন	১১১২ জন	১২০৭ জন	
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৩৬৫	১১৬৩ জন	১১০১ জন	১০৯৬ জন	
২০২৪	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০১৩	১২৫৪ জন	১২৫১জন	১১০১ জন	
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৯২৩	২৪২৭ জন	২৫২৬জন	২৩৭৪ জন	
২০২৫	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৪১	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।			
	২য় অর্ধ-বার্ষিকী	বিজ্ঞপ্তি জারির কার্যক্রম চলমান।				

৫.৩. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ী হলে ও চাকরির মেয়াদ ০৪ বছর পূর্ণ হলে এবং যাদের চাকরির মেয়াদ ক্যাডার পদে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি- তাঁরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৭ এর শর্ত সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

বিষয়		নম্বর/সময়	মন্তব্য
প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান	:	১০০ নম্বর	০১ জন প্রার্থী একসাথে একটি/দুইটি/তিনটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের মোট ৯৬টি বিষয়ের ওপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
পরীক্ষার সময়সীমা	:	০৩ (তিন) ঘণ্টা	
প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর	:	৫০%	

উল্লেখ্য, বিসিএস (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের তৃতীয়পত্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় পূর্ণমান যথাক্রমে ৬০ ও ৪০ নম্বর এবং পাশ নম্বর ৫০% অর্থাৎ যথাক্রমে ৩০ ও ২০ নম্বর। ঐ পত্রের লিখিত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ০২ (দুই) ঘন্টা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা ০১ (এক) ঘন্টা। বি.সি.এস. (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়।

৫.৪. ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণ

সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২৫

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০৬.০১.২০২৫
- আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০.০১.২০২৫
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ১০,৬২১ জন [১ম, ২য় ও ৩য় পত্রসহ]
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২১.০৬.২০২৫ হতে ২৬.০৬.২০২৫
- ১ম পত্রে মোট প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৪৪০ জন
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২২৯৮ জন
- ১ম পত্রে কৃতকার্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২০০৩ জন
- ২য় পত্রে মোট প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৭৮৯ জন
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২৪৪৪ জন
- ২য় পত্রে কৃতকার্য প্রার্থীর সংখ্যা : ১৯৩৬ জন
- ৩য় পত্রে মোট প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৩৯২ জন
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২১৭১ জন
- ৩য় পত্রে কৃতকার্য প্রার্থীর সংখ্যা : ১৮৭৬ জন
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১৯.১০.২০২৫

সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০২৫

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫
- আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ : ১০.০৮.২০২৫
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ১০৩৭৩ জন [১ম, ২য় ও ৩য় পত্রসহ]
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ০৬.১২.২০২৫ থেকে ২৩.১২.২০২৫

সারণি-৫.২ : সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

বছর	মাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা		
		১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র	১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র
২০২৩	ফেব্রুয়ারি	২৭৭৭	২৮৮৮	২৭২৬	৬৮৮	১০২৬	৭১৪
	আগস্ট	২৫৬৩	২৭৯৩	২৩০০	৯৮৬	৯৪৩	৯৪৯
২০২৪	ফেব্রুয়ারি	২৮৫৯	২৯২৪	২৬৮১	১৩৮২	৯৬৮	১১৬৭
	আগস্ট	৪,৩২১					
২০২৫	ফেব্রুয়ারি	৩৪৪০	৩৭৮৯	৩৩৯২	২০০৩	১৯৩৬	১৮৭৬
	আগস্ট	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান					

৫.৫. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদের যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন ও উক্ত পদে ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর তাঁরা সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল (পদোন্নতির জন্য) পরীক্ষা নীতিমালা, ২০১৮ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সাধারণ আইন, বিধি ও পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : অফিস কার্যক্রম সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নির্দেশাবলী।

বিষয়		নম্বর/সময়	মন্তব্য
প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান	:	১০০ নম্বর	০১ জন প্রার্থী একই সাথে তিনটি বিষয়ে অথবা কম সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
পরীক্ষার সময়সীমা	:	০৩ (তিন) ঘণ্টা	
প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর	:	৪০%	

৫.৬. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাগণের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার তথ্য বিবরণী

ক্রমিক	বিষয়	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০২৫]	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২৫]
১	বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	০৫.০৫.২০২৫	২০.১১.২০২৫
২	আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	২৫.০৫.২০২৫	১০.১২.২০২৫
৩	মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।	তথ্য প্রযুক্তি শাখা থেকে অনলাইনে আবেদনকৃত প্রার্থীর তথ্য পাওয়া যায় নি।

৫.৭. সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হননি কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ:

ডিগ্রি	*প্রথম বিভাগ/শ্রেণি*	*দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি*	*তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি*
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্র্যাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস নিম্নরূপ:

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

বিষয়	*টপিকস*	*নম্বর*	*সময়*	*পাস নম্বর*	*মাধ্যম*
ইংরেজি	i) অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)	১০	৩ (তিন) ঘণ্টা	৫০	ইংরেজি
	ii) অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১০			
	iii) দাপ্তরিক পত্র	২০			
	iv) ভাব উপলব্ধি (Comprehension)	১৫			
	v) ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)	২৫			
	vi) সার-সংক্ষেপ	২০			

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর : ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ : বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০

২. দ্বিতীয় অংশ : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃবিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সার্বিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেকলিস্ট [পরিশিষ্ট-১১.৫] অনুসরণ করা হচ্ছে।

৬.২ ২০২৫ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ১১টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ১১টি বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৬.১]

সারণি ৬.১ : ২০২১-২০২৫ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান

সাল	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ	১৬	২১	১৫	১২	১১

৬.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন এবং নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

১৯.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৭ সালের ১ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সংশোধিত মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/ সদস্য	:	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [Eminent physician] একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব [Eminent person] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

৬.	কমিশনের চেয়ারম্যান/ সদস্য	:	বোর্ডের চেয়ারম্যান
৭.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৮.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৯.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [Eminent physician] একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১০.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব [Eminent person] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চতর (৮ম ও তর্দূধ্ব গ্রেড) পদসমূহে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২ জুন ২০২২ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০১.৩৫.০১৭.২১-৪৫৮ নম্বর অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপভাবে পুন:নির্ধারণ হয়েছে:

মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর		বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
১.	**(ক) এম.বি.বি.এস. এর পরর্বতী উচ্চতর ডিগ্রিসমূহরে ক্ষেত্রে প্রাপ্য মোট নম্বর-১০ (চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)**	
	i) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ বৎসর বা ১ বৎসরের কম মেয়াদী ডিপ্লোমা	০৩
	ii) ন্যূনতম দুই বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা	০৫
	iii) DMRD ও DMRT ডিগ্রী	০৭
	বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস ও সার্জনস এর FCPS ডিগ্রিধারী, স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে চার বৎসর বা তার অধিক মেয়াদের MD, MS ও বেসিক (Basic) বিষয়সমূহে M. phil ডিগ্রি	১০
	* বিশেষজ্ঞ শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীর অর্জিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক ডিপ্লোমা ডিগ্রি ও অন্যান্য যোগ্যতার মধ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রির মূল্যায়ন নম্বর প্রদান করা হবে।	
	(খ) অতিরিক্ত/উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রাপ্য মোট নম্বর-১০ (চিকিৎসক ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদী/১ বৎসরের কম মেয়াদী ডিপ্লোমা	০২
	ন্যূনতম ১ বৎসরের ডিপ্লোমা অথবা ১ বৎসর মেয়াদী অর্জিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	০৩
	ন্যূনতম ২ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা অথবা ১ বৎসরের অধিক মেয়াদী অর্জিত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ এমফিল/সমমান ডিগ্রি	০৫
	পিএইচডি/সমমান ডিগ্রি	১০
	অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীর অর্জিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাধিক ডিপ্লোমা/ সোসাইটির মেম্বারশিপ/ডিগ্রির মধ্যে সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হবে। নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লিখিত ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না।	
২.	**চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা:** নিয়োগ বিধিমালাতে উল্লিখিত ন্যূনতম অভিজ্ঞতা এর অধিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রতি বছরের জন্য ০২ নম্বর করে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর প্রাপ্য হবে; পূর্ণ বছর (১২ মাস) ব্যতীত বছরের কোন ভগ্নাংশ অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ প্রার্থীর অভিজ্ঞতার শেষ দিবস (Cut off Date) হিসেবে গণনা করা হবে।	০-১০

ক্রমিক নম্বর		বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
৩.	**গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনা:** (ক) প্রার্থীর যোগ্যতা হিসেবে 'সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনা' নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত হিসাবে দেয়া থাকলে ন্যূনতম সংখ্যক গবেষণাপত্র/জার্নালের জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না। তবে অতিরিক্ত সংখ্যক গবেষণাপত্র/জার্নালের মূখ্য লেখক (Principal Author) প্রতিটির গবেষণা প্রকাশনার জন্য ০১ নম্বর করে সর্বোচ্চ ৫টির জন্য ০৫ নম্বর এবং সহলেখক (Co-Author) হিসেবে প্রতিটির জন্য ০.৫ করে সর্বোচ্চ ০৫ টির জন্য ২.৫ নম্বর প্রদান করা হবে। মূল লেখক/সহলেখক হিসেবে ০৫টির অধিক প্রকাশনা বিবেচনা করা হবে না। (খ) নিয়োগ বিধিমালাতে নিয়োগ যোগ্যতা হিসেবে 'গবেষণাপত্র/স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে' উল্লেখ থাকলে মূখ্য লেখক (Principal Author) হিসেবে গবেষণাপত্র/প্রকাশনার প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে ০১ নম্বর করে সর্বোচ্চ ৫টির জন্য ০৫ নম্বর এবং সহলেখক (Co-Author) হিসেবে প্রতিটির জন্য ০.৫ করে সর্বোচ্চ ০৫ টির জন্য ২.৫ নম্বর প্রদান করা যেতে পারে। মূল লেখক/সহ লেখক হিসেবে সর্বোচ্চ ০৫টির অধিক প্রকাশনা বিবেচনা করা হবে না।	০৫
৪.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলী, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১৫
৫.	**মৌখিক পরীক্ষার দক্ষতা/(performance)** * নিয়োগ বিধিমালাতে জার্নাল/গবেষণাপত্র আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে না থাকলে জার্নাল/গবেষণাপত্রের জন্য নির্ধারিত ০৫ নম্বর মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ হবে।	* ৬০-৬৫

➢ নিয়োগবিধিতে কোন পদে প্রার্থীর যোগ্যতার শর্তে অথবা বাছাইয়ের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রযোজ্য হলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে

১. মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এর তত্ত্বাবধানে ২৫(পঁচিশ) নম্বরে (নিয়োগবিধিমালাতে অন্যরূপ কোনও নির্দেশনা না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এতে পরীক্ষার পাশ নম্বর ১২ (বারো) নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. ব্যবহারিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থী কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

➢ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে কোনও নির্দিষ্ট পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিকল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত থাকলে সেক্ষেত্রে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সমন্বয় করে ন্যূনতম যোগ্যতা বিবেচনা করা হবে । উচ্চতর অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সর্বোচ্চ প্রাপ্য নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

উদাহরণ: নিয়োগবিধিমালা অনুসারে সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদের নিয়োগের জন্য একাধিক বিকল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দুটি নিম্নরূপ:

১) দ্বিতীয় শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ পিএইচডি ডিগ্রি এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা; অথবা

২) প্রথম শ্রেণি/সমমানের স্নাতক সম্মানসহ ১ম শ্রেণি/সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ১২ বছরে অভিজ্ঞতা।

আবার কোনও প্রার্থীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হলে:

অধ্যাপক পদের একজন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এ ১ম শ্রেণি স্নাতকোত্তর ১ম শ্রেণি এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী তাঁর ১৪ বছর অভিজ্ঞতা থাকলে নিয়োগবিধিমালার শর্তানুসারে উপযুক্ত দুইটি শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেইপ্রার্থীকে মূল্যায়ন করা যায়।

এক্ষেত্রে-

ক. ১ম শর্তের যোগ্যতা অনুসারে বর্ণিত প্রার্থীর পিএইচডি ডিগ্রি ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কোনও নম্বর প্রাপ্য হবেন না, ৪ বছরের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ০৮ নম্বর প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মোট প্রাপ্য নম্বর হবে (০+০৮)= ০৮।

খ. ২য় শর্তের যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে তিনি অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ১০ নম্বর এবং ০২ বছরের অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য ০৪ নম্বর প্রাপ্ত হবেন। ফলে তাঁর মোট প্রাপ্য নম্বর হবে (১০+৪)=১৪।

উপযুক্ত দুইটি শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে ২য় শর্তের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা হলে প্রার্থী অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন বিধায় ২য় শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তে ন্যূনতম যোগ্যতা বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্যে, ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দশম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৬.২০-৫৪ নং অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬.৪. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করে সরবরাহ করে থাকে। ২০২৫ জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি ।

৬.৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ ও PUBLIC SERVICE COMMISSION (CONSULTATION) REGULATIONS, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত বিষয়ে গুরুদন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট [পরিশিষ্ট-১১.৬ এবং ১১.৮] অনুসরণ করা হচ্ছে। বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলির চেকলিষ্ট পরিশিষ্ট ১১.৭ এ দেওয়া হয়েছে।

৬.৬. ২০২৫ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

- প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১৭৮ টি
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১৭৮টি
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ১৭৫ টি
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৩টি

[পরিশিষ্ট-৬.২]

সারণি ৬.২: ২০২১-২০২৫ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

সাল	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	৫৮	৯৭	১১৪	৯২	১৭৮
একমতকৃত মামলার সংখ্যা	৫৪	৯৫	১১৪	৯২	১৭৫
দ্বিমতকৃত মামলার সংখ্যা	৪	২	০	০	৩

৬.৭. কমিশনের আইন অধিশাখা ও মামলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, শৃঙ্খলা, পদোন্নতিদান, চাকুরী নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, সার্ভিস ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, পদোন্নতিদান ও বদলীকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত কমিশনের উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। সাধারণত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত, নিয়োগ পরীক্ষা, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল, নিয়োগ বিধিমালা, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের কেউ কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশনকে পক্ষ করে রিট মামলা, সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল, এ.টি মামলা, এ.এ.টি

মামলা, কনটেম্পট মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের করে থাকেন। কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কমিশনের কার্যক্রম স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখার স্বার্থে আইন অধিশাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইন অধিশাখা মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটরের কার্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় এবং এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কমিশনের নিয়োগকৃত ২৫ জন প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। কমিশন সচিবালয়ের ইউনিট সমূহের চাহিদামতো আইন অধিশাখা আইনগত বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে । এছাড়া কমিশনের যাচিতমতে আইন অধিশাখা বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা ,বিভাগীয় মামলা, এবং বিবিধ সংক্রান্তে আইনগত মতামত প্রদান করে ।সর্বোপরি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে আইন অধিশাখা প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

সারণি ৬.৩: কমিশনের কার্যক্রম সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

মোট মামলার সংখ্যা	আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা	সংশিষ্টতা না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা	অব্যাহতির জন্য সলিসিটর বরাবর পত্র প্রেরিত মামলার সংখ্যা	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার বরাবর/ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ	নথিতে সংরক্ষণ	রায়/আদেশের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	সামারি চেয়ে ইউনিট সমূহে প্রেরণ	চলমান মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১২২	৩১	২৬	০১	০৫	০৪	৬	৪৯	১১৬

** পূর্বের চলমান ১২৫৬ মামলাসহ চলমান মামলার সংখ্যা ১৩৭২

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান

৭.১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরন

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভায় নিয়মিতভাবে কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে তা অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডি.পি.সি.) সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং যথাযথ ভূমকিা পালন করছেন।

২০২৫ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে ৩০৪৫টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডি.পি.সি. সভায় সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিহারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করেন এবং নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৭.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের নিয়মাবলি

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে ও বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য :

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা বিকাল ৪:৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যের কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোন সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্নে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোন কারণে ডি.পি.সি.'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

**বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছকের নমুনা পরিশিষ্ট ১১.৯ দ্রষ্টব্য।

অষ্টম অধ্যায়

কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন

৮.১. আয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ২০,৬৭,১৪,৭৯০ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৪,০৪,২৫৬ টাকাসহ সর্বমোট ২০,৭১,১৯,০৪৬ টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সারণি-৮.১ : ২০২৫ সালে বিভিন্ন খাতে আয় (টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	মোট আয় (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	১৪১১২০২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	৮৯,২৫৬
২.	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	২০,৬৭,১৪,৭৯০
৩.	১৪২৩২০৪	যানবাহন	২,০৪,০০০
৪.	১৪২২৩২৮	সিডিউল বিক্রয়	১,১১,০০০
সর্বমোট আয়			২০,৭১,১৯,০৪৬
(কথায়: বিশ কোটি একাত্তর লক্ষ উনিশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)			

প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ৮৯,৫৭,১৮,৩৮৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সারণি-৮.২ : ২০২৫ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয় (টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১		পরিচালন কার্যক্রম			
	৩১১১১০১	চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বেতন	১৮৭২০০০০	০	১১৭৮০০০০
		কর্মকর্তাগণের বেতন	৯২৭৪৩২৯৮	৮৪৩৬৭৮০	১০৮১২০০৭৮
	৩১১১১১০	ছাট নগদায়ন ভাতা (অফিসার)	৫৮০৭০৪০	৫৮৫৭২০	৬৩৯২৭৬০
	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৪৪৭১১০৯০	৫৭৯২২৮০	৫০৫০৩৩৭০
	৩১১১২০৯	ছাট নগদায়ন ভাতা (কর্মচারী)	১৮৩৯০৪০	৮১৭০২০	২৬৫৬০৬০
	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১৫৮০৭৩০	১১৭৭০০	১৬৯৮৪৩০
	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	১৭১৫৯৫০	৩৫৬০০০	২০৭১৯৫০
	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৬২১৯৩২০০	৬০৯৫৮৯২	৬৮২৮৯০৯২
	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮৩১৫৭৫০	৯২১০০০	৯২৩৬৭৫০
	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	৩৫৭০৩৭	০	৩৫৭০৩৭
	৩১১১৩১৩	টেলিফোন নগদায়ন	১৪২৭২৫০	১৩৩৭৮০	১৫৬১০৩০

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৫৮২২৬৭	৮৫৮০০	৬৬৮০৬৭
	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৯৪২৬৫	১৮৬০০	১১২৮৬৫
	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	২৪০৮৯৭৫৩	২৩৭৭৪৪৪	২৬৪৬৭১৯৭
	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৬৫৫৫৮৯৬	০	৬৫৫৫৮৯৬
	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩৪৭৯৬০০	৫৭৯২০০	৪০৫৮৮০০
	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	২৬০৬৪৭	০	২৬০৬৪৭
	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৪২১৫৭০	২৬৩৬৫২	২৬৮৫২২২
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩৬৯১৪০	২২০০০	৩৯১১৪০
	৩১১১৩৩৯	পাচক ভাতা	২১৪৬২৭০	০	২১৪৬২৭০
	৩১১১৩৪০	নিরাপত্তা ভাতা	২১৪৬২৭১	০	২১৪৬২৭১
	৩১১১৩৪৪	খোরপোশ খাতা	১৭৩৬৪৮৮	০	১৭৩৬৪৮৮
	৩১১১৩৫২	বিশেষ ভাতা	১২৩১৪৯৫৪	১১৬৪৪৫৯	১৩৪৭৯৪১৩
		মোট পরিচালন ব্যয়	২৯৫৬০৭৫০৬	২৭৭৬৭৩২৭	৩২৩৩৭৪৮৩৩
২		প্রশাসনিক ব্যয়			
	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৪৭৮০০	১৬০৪৪০	২০৮২৪০
	৩২১১১০৩	ক্ষতিপূরণ	১০৭৭০০	১৬৩১০০	২৭০৮০০
	৩২১১১০৪	আনুঃ প্রতিঃ	১৬৪৩০০০	২৮০৫০	১৬৭১০৫০
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১৩১১৯৫০৬	০	১৩১১৯৫০৬
	৩২১১১১০	আইন খরচ	২৬৮১৯৮২	০	২৬৮১৯৮২
	৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	৯৩৮১৯৩০	৬১৭৩৩৮	৯৯৯৯২৬৮
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৮৬৯৮০৫৩	৪৪২৩০৯	৯১৪০৩৬২
	৩২১১১১৫	পানি	৭৭৫০০০	৮০০০০	৮৫৫০০০
	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট	৬১৪৫৮৪	১২২৫২৭	৭৩৭১১১
	৩২১১১১৯	ডাক	০	২৯০০০	২৯০০০
	৩২১১১২০	টেলিফোন	২০৯১১৮৭	৩১৭৪৫০	২৪০৮৬৩৭
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৯২৩১৮০৪	০	৯২৩১৮০৪
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১৪৬৯৭৮৫	৯০০০০	১৫৫৯৭৮৫
	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০	৩৭৮৭৯০৩৪	৩৭৮৭৯০৩৪
		মোট প্রশাসনিক ব্যয়	৪৯৮৬২৩৩১	৩৯৯২৯২৪৮	৮৯৭৯১৫৭৯

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩		ফি চার্জ ও কমিশন			
	৩২২১১০৬	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন	২১০৬২৮৬৯	৩৮০৩০০০	২৪৮৬৫৮৬৯
		মোট ফি চার্জ ও কমিশন ব্যয়	২১০৬২৮৬৯	৩৮০৩০০০	২৪৮৬৫৮৬৯
৪		প্রশিক্ষণ			
	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ	২৩৮০০০০	১০০০০০	২৪৮০০০০
		মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	২৩৮০০০০	১০০০০০	২৪৮০০০০
৫		অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী			
	৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৩০৫৭৪১৮	৯৪৪২৭৯	৪০০১৬৯৭
		মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৩০৫৭৪১৮	৯৪৪২৭৯	৪০০১৬৯৭
৬		পেট্রোল , ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস			
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস	১১৯৭৯২৩০	০	১১৯৭৯২৩০
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	০	৯৫৫০০	৯৫৫০০
		মোট পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস	১১৯৭৯২৩০	৯৫৫০০	১২০৭৪৭৩০
৭		জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রী সরবরাহ			
	৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৭৬৩৩০৫২	০	৭৬৩৩০৫২
		মোট জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রী সরবরাহ ব্যয়	৭৬৩৩০৫২	০	৭৬৩৩০৫২
৮		মুদ্রণ ও মনিহারী			
	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৯৪৩৮৬১৭	৩০৫৮৬০	৯৭৪৪৪৭৭
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫৫৮৩০৩৮৩	০	৫৫৮৩০৩৮৩
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৩৩৩৯৩৪০৬	৩৩৯৮৫০	৩৩৭৩৩২৫৬
		মোট মুদ্রণ ও মনিহারী ব্যয়	৯৮৬৬২৪০৬	৬৪৫৭১০	৯৯৩০৮১১৬
৯		সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী			
	৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	০	০	০
	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৪২০১৬৮৬	৩৫৩১৪১	৪৫৫৪৮২৭
	৩২৫৬১০৬	পোশাক	১০৮৮২৫৬	১৫০০০০	১২৩৮২৫৬
		মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী ব্যয়	৫২৮৯৯৪২	৫০৩১৪১	৫৭৯৩০৮৩

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয়	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়	মোট ব্যয়
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১০		পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়			
	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	১১০০০০০	০	১১০০০০০
	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	২০০০০০০	০	২০০০০০০
	৩২৫৭১০৬	শুদ্ধাচার	০	০	০
	৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	২১৮৮২৫৮৪৫	৩৮২৬৭০০০	২৫৭০৯২৮৪৫
	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৪২৮০১৪	৩১০৬০০	১৭৩৮৬১৪
	৩২৫৭৩০৮	প্রকল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৮০০০০০	০	৮০০০০০
		মোট পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	২২৪১৫৩৮৫৯	৩৮৫৭৭৬০০	২৬২৭৩১৪৫৯
১১		মেরামত ও সংরক্ষণ			
	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	২৮৫৩৬৮১	০	২৮৫৩৬৮১
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	৫৭৩৮৫০	১৮৭৮০০	৭৬১৬৫০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত	১১৮৯৫৭৯	২০১৪৩০	১৩৯১০০৯
	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬৩৪০৩০৯	১৮৯০০০	৬৫২৯৩০৯
	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	৩২৯৪৫০	০	৩২৯৪৫০
	৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৪৬৫০০০০	০	৪৬৫০০০০
	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	০	০	০
	৩৮২১১০৩	পৌরকর	০	০	০
		মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়	১৫৯৩৬৮৬৯	৫৭৮২৩০	১৬৫১৫০৯৯
১২		সংরক্ষিত			
	৩৯১১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ	০	০	০
		মোট সংরক্ষিত ব্যয়	০	০	০
১৩		যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			
	৪১১২১০১	মোটরযান ক্রয়	০	০	০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৬৬৫১৯৩৩	৪৮৩১৯০	৭১৩৫১২৩
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৩৪৪৫৬৮৬২	৪২৭৯৬৩	৩৪৮৮৪৮২৫
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	৪৬৯৩০২১	৪৩৫৯০০	৫১২৮৯২১
		মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যয়	৪৫৮০১৮১৬	১৩৪৭০৫৩	৪৭১৪৮৮৬৯
		সর্বমোট ব্যয়	৭৮,১৪,২৭,২৯৮	১১,৪২,৯১,০৮৮	৮৯,৫৭,১৮,৩৮৬
		কথায় (উননব্বই কোটি সাতান্ন লক্ষ আঠারো হাজার তিনশত ছিয়াশি টাকা)			

লেখচিত্র ৮: ২০২১-২০২৫ সালে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক লেখচিত্র

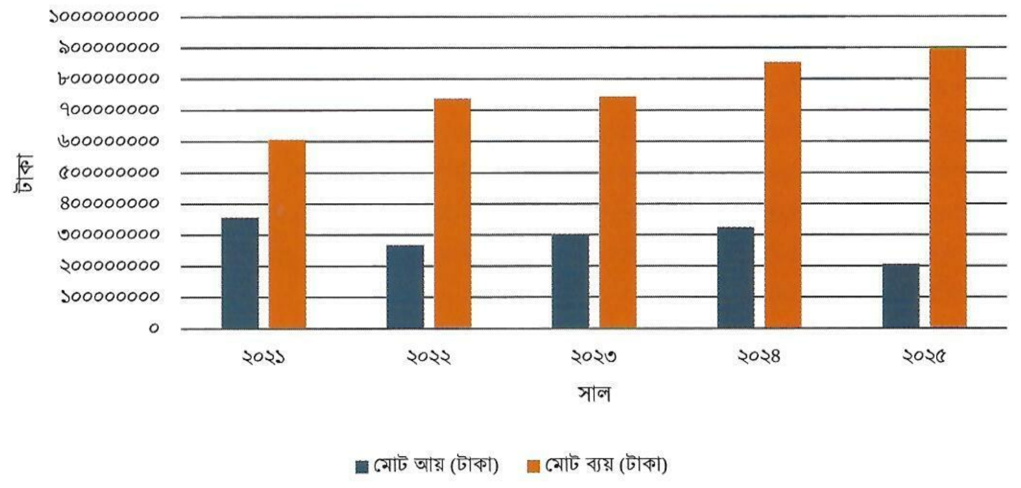

সারণি ৮.৩: ২০২১-২০২৫ সালে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
২০২১	৩৫,৮৪,৪৬,৪৩১	৬০,৫৭,৬৯,৩০৫
২০২২	২৬,৭৮,৪৭,৪৩৯	৭৩,৬২,৭৭,০০৫
২০২৩	৩০,৩০,১২,৭১৬	৭৪,৩৫,৬৪,২৭৯
২০২৪	৩২,৪১,১৫,৩৫৬	৮৫,৩৮,২৮,৯২৬
২০২৫	২০,৭১,১৯,০৪৬	৮৯,৫৭,১৮,৩৮৬

নবম অধ্যায়

কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে কমিশন কর্তৃক নিয়োগের কার্যক্রম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা/ওয়ার্কশপ এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, দেশে ও দেশেরে বাইরে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ২০২৫ সালে কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ৩৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ, ০৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২০টি প্রশিক্ষণে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ সর্বমোট ১৭৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০২৫ সালে বি.সি.এস.সহ অন্যান্য নন-ক্যাডার পদে পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-৯.১ ও ৯.২ দ্রষ্টব্য।

৯.১. শিক্ষা সফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কমিশন তার সকল কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে চলছে। তদুপরি কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও ডিজিটালাইজড করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণ এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ পরীক্ষার ধরন, ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ পদ্ধতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন; এবং

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

৯.২. শিক্ষা সফরে সংশ্লিষ্ট দেশের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হয়। শিক্ষা সফর শেষে সফরকারী কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলো কমিশনে উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও কমিশনের প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের নিকট সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশের ইতিবাচক দিকগুলো বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষা সফর ও প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে কোন প্রতিনিধিদল বিদেশে শিক্ষা সফর করেন নি।

দশম অধ্যায়

বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪৪তম বি.সি.এস, ৪৫তম বি.সি.এস. ৪৮তম বি.সি.এস (বিশেষ), এবং ৪৯তম বি.সি.এস (বিশেষ). পরীক্ষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১০.১(ক): ৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
ঢাকা	৩৯৯৫৩	(১১.৩৯%)	৩১৫২৫	(৮.৯৯%)	২	(০.০০১%)	৭১৪৮০	(২০.৩৮%)
রাজশাহী	৩১৯৩৩	(৯.১১%)	২০৭৯৫	(৫.৯৩%)	১	(০.০০০%)	৫২৭২৯	(১৫.০৩%)
চট্টগ্রাম	৩৯৬৯৭	(১১.৩২%)	২৪৫২২	(৬.৯৯%)	৩	(০.০০১%)	৬৪২২২	(১৮.৩১%)
খুলনা	৩২১৫৮	(৯.১৭%)	১৯৭০০	(৫.৬২%)	২	(০.০০১%)	৫১৮৬০	(১৪.৭৯%)
বরিশাল	১৪০৫৩	(৪.০১%)	৮৪৯১	(২.৪২%)	১	(০.০০০%)	২২৫৪৫	(৬.৪৩%)
সিলেট	৬২৭৩	(১.৭৯%)	৪০৮৩	(১.১৬%)	১	(০.০০০%)	১০৩৫৭	(২.৯৫%)
রংপুর	২৯৬১০	(৮.৪৪%)	১৭২৯৯	(৪.৯৩%)	১	(০.০০০%)	৪৬৯১০	(১৩.৩৮%)
ময়মনসিংহ	১৮৩৪৭	(৫.২৩%)	১২২৬৫	(৩.৫০%)	১	(০.০০০%)	৩০৬১৩	(৮.৭৩%)
মোট	২১২০২৪	(৬০.৪৫%)	১৩৮৬৮০	(৩৯.৫৪%)	১২	(০.০০৩%)	৩৫০৭১৭	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১(খ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
ঢাকা	২৪১৩	(১৫.৩৬%)	৫৭২	(৩.৬৪%)	১	(০.০০৬%)	২৯৮৬	(১৯.০১%)
রাজশাহী	১৯৭৮	(১২.৫৯%)	৪৭০	(২.৯৯%)	০	(০.০০০%)	২৪৪৮	(১৫.৫৮%)
চট্টগ্রাম	২১৪৭	(১৩.৬৭%)	৩৯০	(২.৪৮%)	০	(০.০০০%)	২৫৩৭	(১৬.১৫%)
খুলনা	১৯০৪	(১২.১২%)	৪২৪	(২.৭০%)	০	(০.০০০%)	২৩২৮	(১৪.৮২%)
বরিশাল	৭২৬	(৪.৬২%)	১৫৭	(১.০০%)	০	(০.০০০%)	৮৮৩	(৫.৬২%)
সিলেট	৩৯৬	(২.৫২%)	১০১	(০.৬৪%)	০	(০.০০০%)	৪৯৭	(৩.১৬%)
রংপুর	১৮৯৩	(১২.০৫%)	৪৫০	(২.৮৬%)	০	(০.০০০%)	২৩৪৩	(১৪.৯২%)
ময়মনসিংহ	১৩৪৫	(৮.৫৬%)	৩৪১	(২.১৭%)	০	(০.০০০%)	১৬৮৬	(১০.৭৩%)
মোট	১২৮০২	(৮১.৫০%)	২৯০৫	(১৮.৪৯%)	১	(০.০০৬%)	১৫৭০৮	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১(গ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
ঢাকা	১৮৭৯	(১৬.০২%)	৪৬০	(৩.৯২%)	১	(০.০০৯%)	২৩৪০	(১৯.৯৫%)
রাজশাহী	১৪৪৬	(১২.৩৩%)	৩৬৫	(৩.১১%)	০	(০.০০০%)	১৮১১	(১৫.৪৪%)
চট্টগ্রাম	১৬৫৭	(১৪.১২%)	৩১৭	(২.৭০%)	০	(০.০০০%)	১৯৭৪	(১৬.৮৩%)
খুলনা	১৩৭৩	(১১.৭০%)	২৯৪	(২.৫১%)	০	(০.০০০%)	১৬৬৭	(১৪.২১%)
বরিশাল	৫৭১	(৪.৮৭%)	১২৯	(১.১০%)	০	(০.০০০%)	৭০০	(৫.৯৭%)
সিলেট	২৭৭	(২.৩৬%)	৭৮	(০.৬৬%)	০	(০.০০০%)	৩৫৫	(৩.০৩%)
রংপুর	১৩১৩	(১১.১৯%)	২৯৬	(২.৫২%)	০	(০.০০০%)	১৬০৯	(১৩.৭১%)
ময়মনসিংহ	১০০৭	(৮.৫৮%)	২৬৯	(২.২৯%)	০	(০.০০০%)	১২৭৬	(১০.৮৮%)
মোট	৯৫২৩	(৮১.১৭%)	২২০৮	(১৮.৮২%)	১	(০.০০৯%)	১১৭৩২	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১(ঘ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	২৩৬	(১৪.০৮%)	৮৩	(৪.৯৫%)	৩১৯	(১৯.০৩%)
রাজশাহী	২২৫	(১৩.৪২%)	৫০	(২.৯৮%)	২৭৫	(১৬.৪১%)
চট্টগ্রাম	২২৩	(১৩.৩১%)	৫৬	(৩.৩৪%)	২৭৯	(১৬.৬৫%)
খুলনা	১৭৬	(১০.৫০%)	৩৫	(২.০৯%)	২১১	(১২.৫৯%)
বরিশাল	৯৩	(৫.৫৫%)	২৪	(১.৪৩%)	১১৭	(৬.৯৮%)
সিলেট	২৮	(১.৬৭%)	১০	(০.৬০%)	৩৮	(২.২৭%)
রংপুর	২০১	(১১.৯৯%)	৩৫	(২.০৯%)	২৩৬	(১৪.০৮%)
ময়মনসিংহ	১৫৬	(৯.৩১%)	৪৫	(২.৬৮%)	২০১	(১১.৯৯%)
মোট	১৩৩৮	(৭৯.৮৩%)	৩৩৮	(২০.১৭%)	১৬৭৬	(১০০%)

লেখচিত্র ১০.১: ৪৪তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

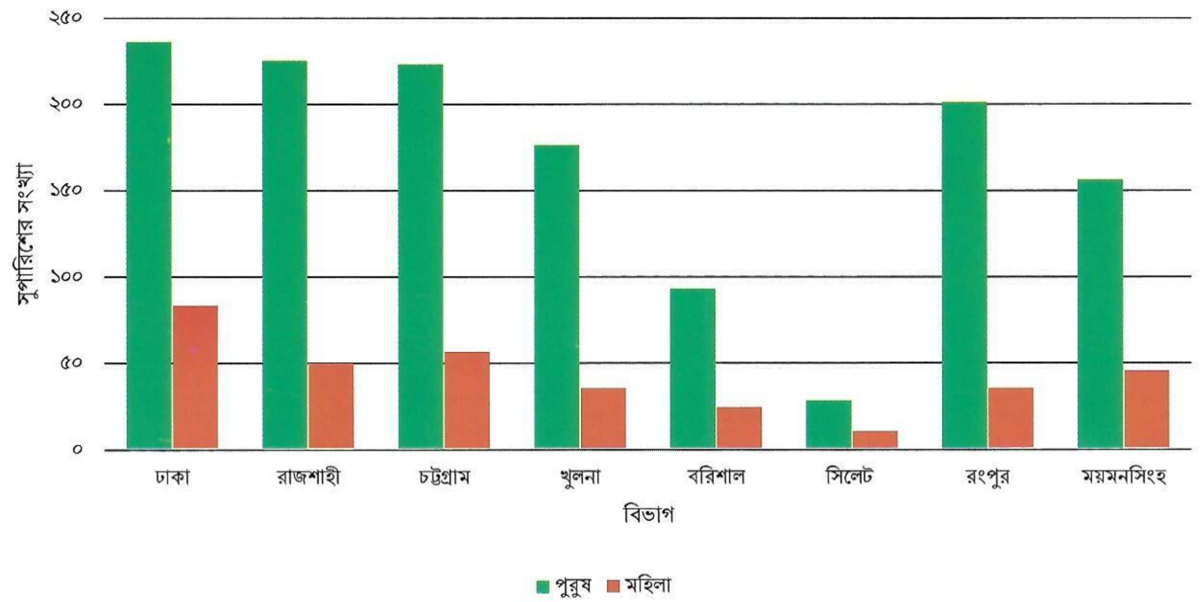

সারণি ১০.২(ক): ৪৪তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	২৬৭৭০	(৭.৬৩%)	২১৫০৭	(৬.১৩%)	০	(০.০০০%)	৪৮২৭৭	(১৩.৭৭%)
২৪-২৬	১০৫৬১৪	(৩০.১১%)	৭১২৯০	(২০.৩৩%)	৯	(০.০০৩%)	১৭৬৯১৩	(৫০.৪৪%)
২৭-২৯	৭৭৫৭৬	(২২.১২%)	৪৪৫২৬	(১২.৭০%)	৩	(০.০০১%)	১২২১০৫	(৩৪.৮২%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	২০৬৪	(০.৫৯%)	১৩৫৭	(০.৩৯%)	০	(০.০০০%)	৩৪২১	(০.৯৮%)
মোট	২১২০২৪	(৬০.৪৫%)	১৩৮৬৮০	(৩৯.৫৪%)	১২	(০.০০৩%)	৩৫০৭১৬	(১০০%)

সারণি ১০.২(খ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	৮৫১	(৫.৪২%)	১৫৪	(০.৯৮%)	০	(০.০০০%)	১০০৫	(৬.৪০%)
২৪-২৬	৬৮৬২	(৪৩.৬৮%)	১৫৩২	(৯.৭৫%)	১	(০.০০৬%)	৮৩৯৫	(৫৩.৪৪%)
২৭-২৯	৫০৩৯	(৩২.০৮%)	১১৯৮	(৭.৬৩%)	০	(০.০০০%)	৬২৩৭	(৩৯.৭১%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	৫০	(০.৩২%)	২১	(০.১৩%)	০	(০.০০০%)	৭১	(০.৪৫%)
মোট	১২৮০২	(৮১.৫০%)	২৯০৫	(১৮.৪৯%)	১	(০.০০৬%)	১৫৭০৮	(১০০.০০%)

সারণি ১০.২(গ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	৭৩৭	(৬.২৮%)	১৩৩	(১.১৩%)	০	(০.০০০%)	৮৭০	(৭.৪২%)
২৪-২৬	৫৩০৪	(৪৫.২১%)	১১৯৯	(১০.২২%)	১	(০.০০৯%)	৬৫০৪	(৫৫.৪৪%)
২৭-২৯	৩৪৫৭	(২৯.৪৭%)	৮৬৪	(৭.৩৬%)	০	(০.০০০%)	৪৩২১	(৩৬.৮৩%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	২৫	(০.২১%)	১২	(০.১০%)		(০.০০০%)	৩৭	(০.৩২%)
মোট	৯৫২৩	(৮১.১৭%)	২২০৮	(১৮.৮২%)	১	(০.০০৯%)	১১৭৩২	(১০০.০০%)

সারণি ১০.২(ঘ): ৪৪তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	১৮৪	(১০.৯৮%)	৩২	(১.৯১%)	২১৬	(১২.৮৯%)
২৪-২৬	৮০৬	(৪৮.০৯%)	২০৯	(১২.৪৭%)	১০১৫	(৬০.৫৬%)
২৭-২৯	৩৪২	(২০.৪১%)	৯৫	(৫.৬৭%)	৪৩৭	(২৬.০৭%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	৬	(০.৩৬%)	২	(০.১২%)	৮	(০.৪৮%)
মোট	১৩৩৮	(৭৯.৮৩%)	৩৩৮	(২০.১৭%)	১৬৭৬	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.২: ৪৪তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

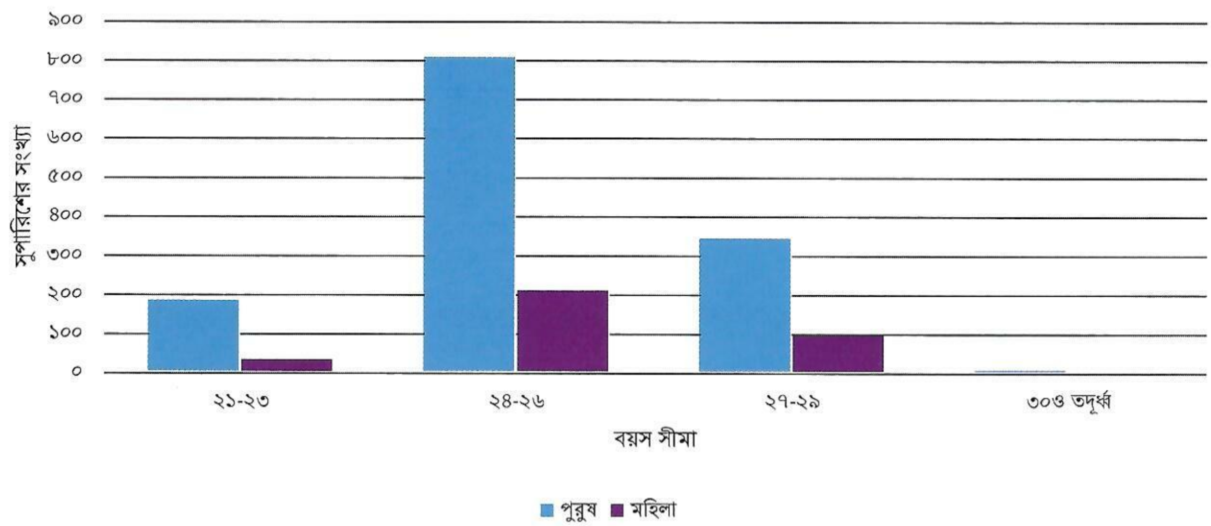

সারণি ১০.৩: ৪৪তম বি.সি.এস এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৮৭	(১৯.৩৮%)	২০	(৪.৪৫%)	১০৭	(২৩.৮৩%)
রাজশাহী	৬২	(১৩.৮১%)	৭	(১.৫৬%)	৬৯	(১৫.৩৭%)
চট্টগ্রাম	৭৬	(১৬.৯৩%)	১৩	(২.৯০%)	৮৯	(১৯.৮২%)
খুলনা	৪৬	(১০.২৪%)	৪	(০.৮৯%)	৫০	(১১.১৪%)
বরিশাল	২৫	(৫.৫৭%)	৬	(১.৩৪%)	৩১	(৬.৯০%)
সিলেট	৮	(১.৭৮%)	৩	(০.৬৭%)	১১	(২.৪৫%)
রংপুর	৪৫	(১০.০২%)	৪	(০.৮৯%)	৪৯	(১০.৯১%)
ময়মনসিংহ	৩৫	(৭.৮০%)	৮	(১.৭৮%)	৪৩	(৯.৫৮%)
মোট	৩৮৪	(৮৫.৫২%)	৬৫	(১৪.৪৮%)	৪৪৯	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.৩: ৪৪ তম বি.সি.এস এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

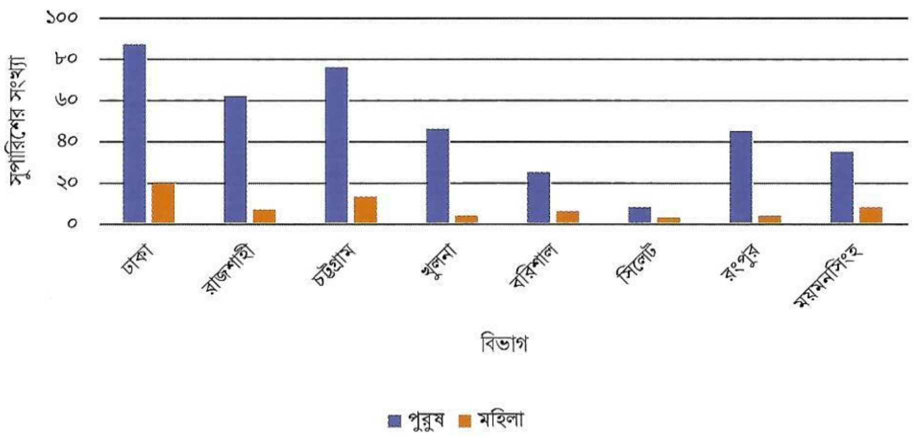

সারণি ১০.৪: ৪৪তম বি.সি.এস এ কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৪২	(৮.৬৬%)	১৯	(৩.৯২%)	৬১	(১২.৫৮%)
রাজশাহী	৭৭	(১৫.৮৮%)	২৭	(৫.৫৭%)	১০৪	(২১.৪৪%)
চট্টগ্রাম	৩৫	(৭.২২%)	১৯	(৩.৯২%)	৫৪	(১১.১৩%)
খুলনা	৩৬	(৭.৪২%)	১১	(২.২৭%)	৪৭	(৯.৬৯%)
বরিশাল	২৫	(৫.১৫%)	৮	(১.৬৫%)	৩৩	(৬.৮০%)
সিলেট	৮	(১.৬৫%)	৩	(০.৬২%)	১১	(২.২৭%)
রংপুর	৭৪	(১৫.২৬%)	২০	(৪.১২%)	৯৪	(১৯.৩৮%)
ময়মনসিংহ	৬০	(১২.৩৭%)	২১	(৪.৩৩%)	৮১	(১৬.৭০%)
মোট	৩৫৭	(৭৩.৬১%)	১২৮	(২৬.৩৯%)	৪৮৫	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.৪: ৪৪ তম বি.সি.এস এ কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

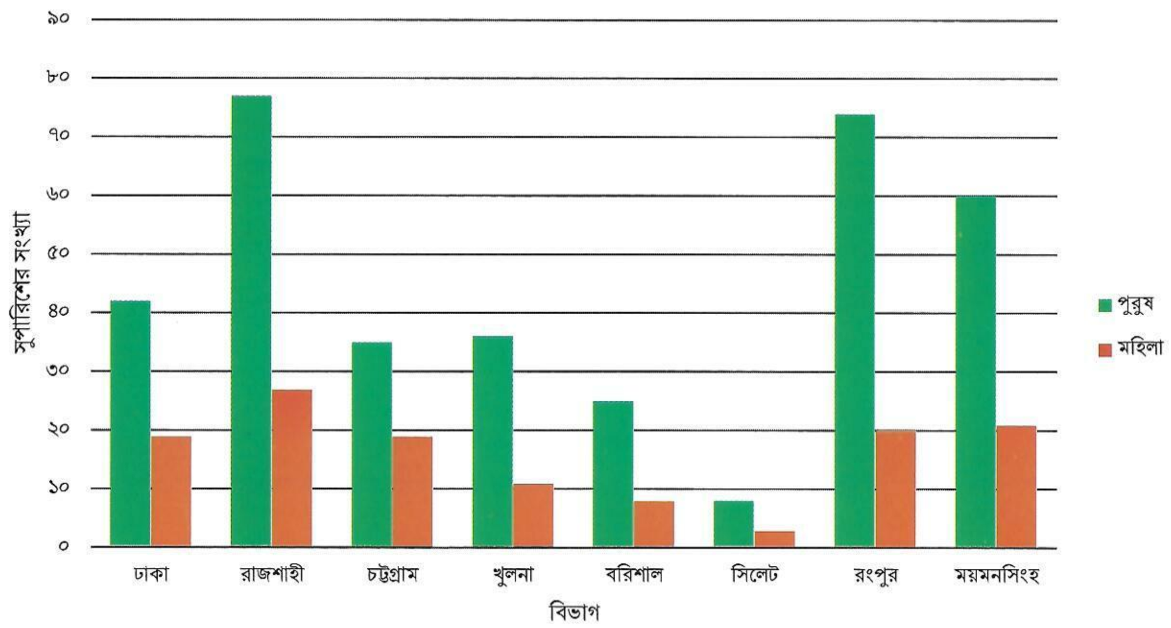

সারণি ১০.৫: ৪৪তম বি.সি.এস এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	১০৭	(১৪.৪২%)	৪৪	(৫.৯৩%)	১৫১	(২০.৩৫%)
রাজশাহী	৮৭	(১১.৭৩%)	১৬	(২.১৬%)	১০৩	(১৩.৮৮%)
চট্টগ্রাম	১১১	(১৪.৯৬%)	২৪	(৩.২৩%)	১৩৫	(১৮.১৯%)
খুলনা	৯৪	(১২.৬৭%)	২০	(২.৭০%)	১১৪	(১৫.৩৬%)
বরিশাল	৪৩	(৫.৮০%)	১০	(১.৩৫%)	৫৩	(৭.১৪%)
সিলেট	১২	(১.৬২%)	৪	(০.৫৪%)	১৬	(২.১৬%)
রংপুর	৮২	(১১.০৫%)	১১	(১.৪৮%)	৯৩	(১২.৫৩%)
ময়মনসিংহ	৬১	(৮.২২%)	১৬	(২.১৬%)	৭৭	(১০.৩৮%)
মোট	৫৯৭	(৮০.৪৬%)	১৪৫	(১৯.৫৪%)	৭৪২	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.৫: ৪৪ তম বি.সি.এস এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের পরিসংখ্যান

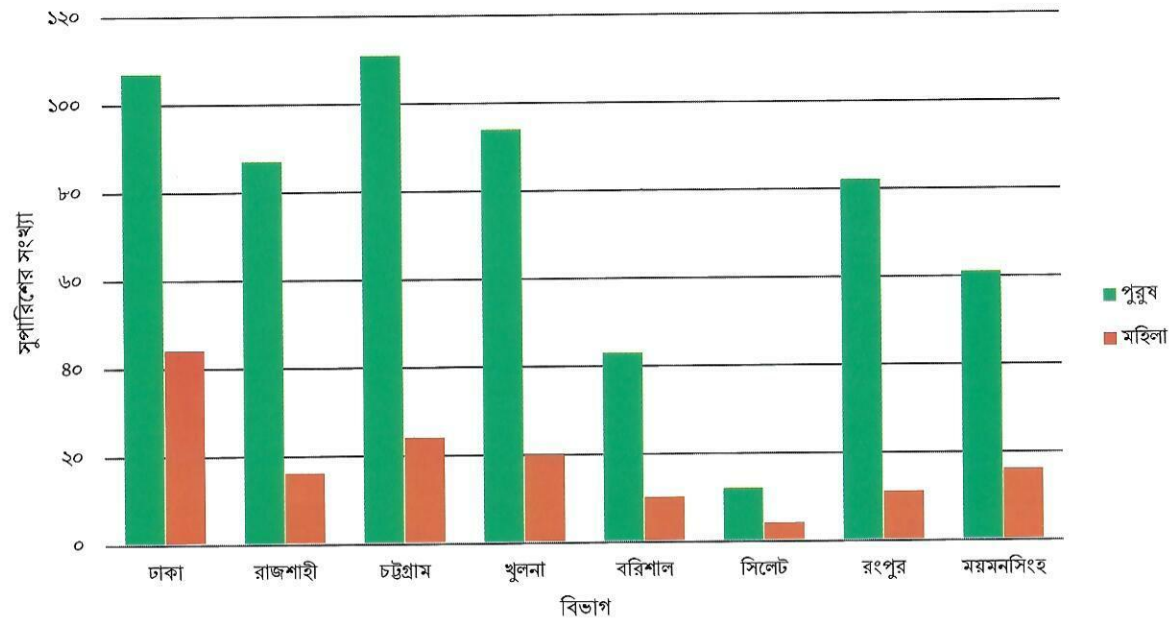

সারণি ১০.৬(ক): ৪৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
ঢাকা	৩৮৩১৫	(১১.০৪%)	৩০৩৬৯	(৮.৭৫%)	১০	(০.০০৩%)	৬৮৬৯৪	(১৯.৮০%)
রাজশাহী	৩১৯৩৩	(৯.২০%)	২০৯৪৪	(৬.০৪%)	৩	(০.০০১%)	৫২৮৮০	(১৫.২৪%)
চট্টগ্রাম	৩৭৫৫৮	(১০.৮৩%)	২৩৬৩৩	(৬.৮১%)	২	(০.০০১%)	৬১১৯৩	(১৭.৬৪%)
খুলনা	৩১৩০৮	(৯.০২%)	১৯৫৮০	(৫.৬৪%)	২	(০.০০১%)	৫০৮৯০	(১৪.৬৭%)
বরিশাল	১৪২৬২	(৪.১১%)	৮৮৫০	(২.৫৫%)	৪	(০.০০১%)	২৩১১৬	(৬.৬৬%)
সিলেট	৫৯০০	(১.৭০%)	৩৬৭৪	(১.০৬%)	০	(০.০০০%)	৯৫৭৪	(২.৭৬%)
রংপুর	৩১১৫৪	(৮.৯৮%)	১৮৭৪৬	(৫.৪০%)	২	(০.০০১%)	৪৯৯০২	(১৪.৩৮%)
ময়মনসিংহ	১৮৫৪৯	(৫.৩৫%)	১২১২৪	(৩.৪৯%)	০	(০.০০০%)	৩০৬৭৩	(৮.৮৪%)
মোট	২০৮৯৭৯	(৬০.২৪%)	১৩৭৯২০	(৩৯.৭৬%)	২৩	(০.০০৭%)	৩৪৬৯২২	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৬(খ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	২১৭৬	(১৭.০১%)	৩৯৪	(৩.০৮%)	২৫৭০	(২০.১০%)
রাজশাহী	১৬৮৩	(১৩.১৬%)	২৫৫	(১.৯৯%)	১৯৩৮	(১৫.১৫%)
চট্টগ্রাম	১৭৮৮	(১৩.৯৮%)	২৬২	(২.০৫%)	২০৫০	(১৬.০৩%)
খুলনা	১৫৭০	(১২.২৮%)	২৫২	(১.৯৭%)	১৮২২	(১৪.২৫%)
বরিশাল	৬২৫	(৪.৮৯%)	১০৯	(০.৮৫%)	৭৩৪	(৫.৭৪%)
সিলেট	২৮৭	(২.২৪%)	৪৭	(০.৩৭%)	৩৩৪	(২.৬১%)
রংপুর	১৬৮৯	(১৩.২১%)	২৭০	(২.১১%)	১৯৫৯	(১৫.৩২%)
ময়মনসিংহ	১১৭৯	(৯.২২%)	২০৩	(১.৫৯%)	১৩৮২	(১০.৮১%)
মোট	১০৯৯৭	(৮৫.৯৯%)	১৭৯২	(১৪.০১%)	১২৭৮৯	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৬(গ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	১১১১	(১৬.৯৪%)	২৩০	(৩.৫১%)	১৩৪১	(২০.৪৫%)
রাজশাহী	৮২৭	(১২.৬১%)	১৪৭	(২.২৪%)	৯৭৪	(১৪.৮৫%)
চট্টগ্রাম	৯২৮	(১৪.১৫%)	১৬৩	(২.৪৯%)	১০৯১	(১৬.৬৪%)
খুলনা	৭৭৭	(১১.৮৫%)	১২৭	(১.৯৪%)	৯০৪	(১৩.৭৮%)
বরিশাল	৩১৬	(৪.৮২%)	৬৫	(০.৯৯%)	৩৮১	(৫.৮১%)
সিলেট	১৫২	(২.৩২%)	৩৩	(০.৫০%)	১৮৫	(২.৮২%)
রংপুর	৭৭৩	(১১.৭৯%)	১৩৫	(২.০৬%)	৯০৮	(১৩.৮৫%)
ময়মনসিংহ	৬৪৭	(৯.৮৭%)	১২৭	(১.৯৪%)	৭৭৪	(১১.৮০%)
মোট	৫৫৩১	(৮৪.৩৪%)	১০২৭	(১৫.৬৬%)	৬৫৫৮	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৬(ঘ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ঢাকা	২৯৬ (১৬.৩৮%)	৮৩ (৪.৫৯%)	৩৭৯ (২০.৯৭%)
রাজশাহী	২১৭ (১২.০১%)	৫৪ (২.৯৯%)	২৭১ (১৫.০০%)
চট্টগ্রাম	২২৭ (১২.৫৬%)	৬৪ (৩.৫৪%)	২৯১ (১৬.১০%)
খুলনা	১৮২ (১০.০৭%)	৪৭ (২.৬০%)	২২৯ (১২.৬৭%)
বরিশাল	৭৮ (৪.৩২%)	২৪ (১.৩৩%)	১০২ (৫.৬৪%)
সিলেট	৪৫ (২.৪৯%)	১২ (০.৬৬%)	৫৭ (৩.১৫%)
রংপুর	১৯৫ (১০.৭৯%)	৪৭ (২.৬০%)	২৪২ (১৩.৩৯%)
ময়মনসিংহ	১৮৭ (১০.৩৫%)	৪৯ (২.৭১%)	২৩৬ (১৩.০৬%)
মোট	১৪২৭ (৭৮.৯৭%)	৩৮০ (২১.০৩%)	১৮০৭ (১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.৬: ৪৫তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপরিশের লেখচিত্র

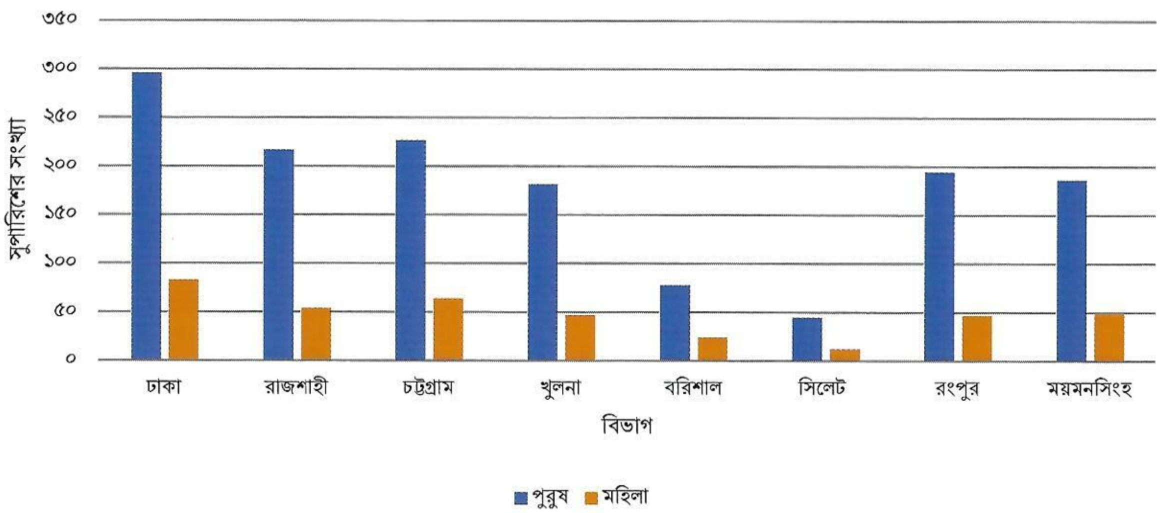

১৪—

সারণি ১০.৭(ক): ৪৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	১৮৪৭৮	(৫.৩৩%)	১৪১২৩	(৪.০৭%)	৩	(০.০০%)	৩২৬০৪	(৯.৪০%)
২৪-২৬	১০১৬০৪	(২৯.২৯%)	৭০১৬৬	(২০.২৩%)	১২	(০.০০%)	১৭১৭৮২	(৪৯.৫২%)
২৭-২৯	৮৬১৮১	(২৪.৮৪%)	৫১৭১৬	(১৪.৯১%)	৮	(০.০০%)	১৩৭৯০৫	(৩৯.৭৫%)
৩০ও তদূর্ধ্ব	২৭১৬	(০.৭৮%)	১৯১৫	(০.৫৫%)	০	(০.০০%)	৪৬৩১	(১.৩৩%)
মোট	২০৮৯৭৯	(৬০.২৪%)	১৩৭৯২০	(৩৯.৭৬%)	২৩	(০.০১%)	৩৪৬৯২৩	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৭(খ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	৬৫৪	(৫.১১%)	৯৬	(০.৭৫%)	৭৫০	(৫.৮৬%)
২৪-২৬	৫৮০০	(৪৫.৩৫%)	৯৭৫	(৭.৬২%)	৬৭৭৫	(৫২.৯৮%)
২৭-২৯	৪৪৯৯	(৩৫.১৮%)	৭০৭	(৫.৫৩%)	৫২০৬	(৪০.৭১%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	৪৪	(০.৩৪%)	১৪	(০.১১%)	৫৮	(০.৪৫%)
মোট	১০৯৯৭	(৮৫.৯৯%)	১৭৯২	(১৪.০১%)	১২৭৮৯	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৭(গ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	৪৫২	(৬.৮৯%)	৭৫	(১.১৪%)	৫২৭	(৮.০৪%)
২৪-২৬	৩১৯৬	(৪৮.৭৩%)	৬৩২	(৯.৬৪%)	৩৮২৮	(৫৮.৩৭%)
২৭-২৯	১৮৭০	(২৮.৫১%)	৩১৩	(৪.৭৭%)	২১৮৩	(৩৩.২৯%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	১৩	(০.২০%)	৭	(০.১১%)	২০	(০.৩০%)
মোট	৫৫৩১	(৮৪.৩৪%)	১০২৭	(১৫.৬৬%)	৬৫৫৮	(১০০.০০%)

সারণি ১০.৭(ঘ): ৪৫তম বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	১৮৮	(১০.৪০%)	৩৮	(২.১০%)	২২৬	(১২.৫১%)
২৪-২৬	৯২৬	(৫১.২৫%)	২৬৪	(১৪.৬১%)	১১৯০	(৬৫.৮৬%)
২৭-২৯	৩০৬	(১৬.৯৩%)	৭৬	(৪.২১%)	৩৮২	(২১.১৪%)
৩০ ও তদূর্ধ্ব	৭	(০.৩৯%)	২	(০.১১%)	৯	(০.৫০%)
মোট	১৪২৭	(৭৮.৯৭%)	৩৮০	(২১.০৩%)	১৮০৭	(১০০.০০%)

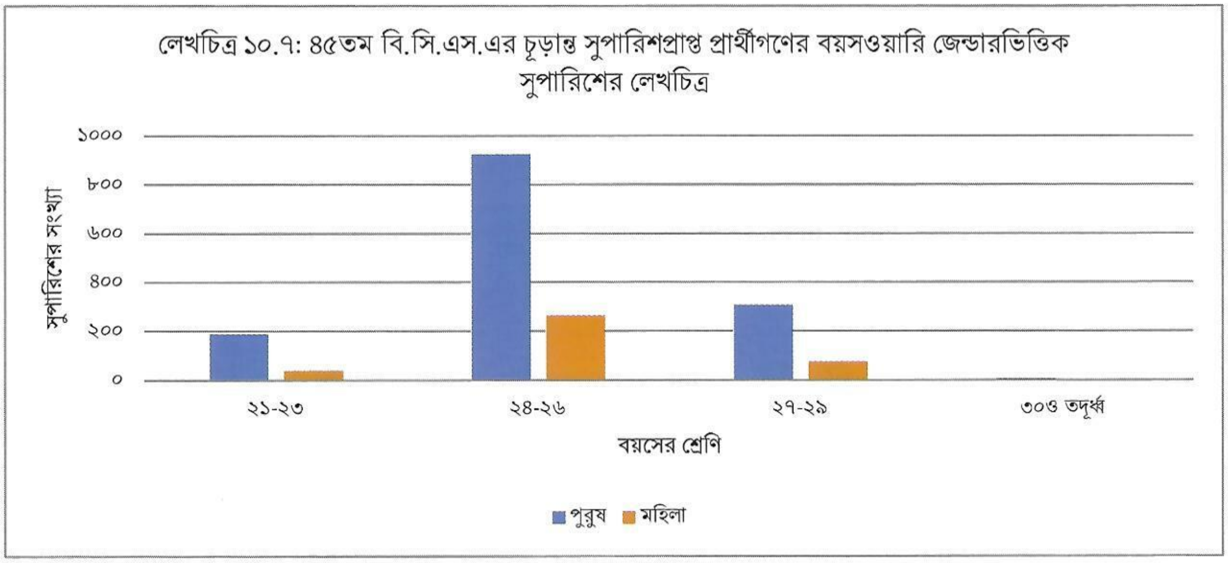

সারণি ১০.৮: **৪৫ তম বি.সি.এস এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান**

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৮৩	(১৫.৮৪%)	২৪	(৪.৫৮%)	১০৭	(২০.৪২%)
রাজশাহী	৬০	(১১.৪৫%)	১১	(২.১০%)	৭১	(১৩.৫৫%)
চট্টগ্রাম	৭৭	(১৪.৬৯%)	১৬	(৩.০৫%)	৯৩	(১৭.৭৫%)
খুলনা	৪৫	(৮.৫৯%)	৭	(১.৩৪%)	৫২	(৯.৯২%)
বরিশাল	২৫	(৪.৭৭%)	৫	(০.৯৫%)	৩০	(৫.৭৩%)
সিলেট	১৭	(৩.২৪%)	৬	(১.১৫%)	২৩	(৪.৩৯%)
রংপুর	৬০	(১১.৪৫%)	৭	(১.৩৪%)	৬৭	(১২.৭৯%)
ময়মনসিংহ	৬৯	(১৩.১৭%)	১২	(২.২৯%)	৮১	(১৫.৪৬%)
মোট	৪৩৬	(৮৩.২১%)	৮৮	(১৬.৭৯%)	৫২৪	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.৮: ৪৫ তম বি.সি.এস এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

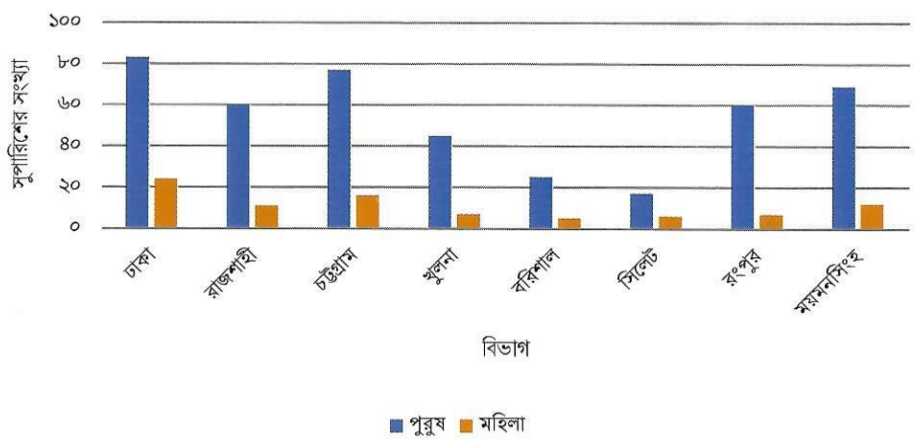

সারণি ১০.৯: ৪৫ তম বি.সি.এস এ কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	১২৩	(১৬.০৪%)	৪১	(৫.৩৫%)	১৬৪	(২১.৩৮%)
রাজশাহী	১০০	(১৩.০৪%)	৩২	(৪.১৭%)	১৩২	(১৭.২১%)
চট্টগ্রাম	৭৫	(৯.৭৮%)	৩১	(৪.০৪%)	১০৬	(১৩.৮২%)
খুলনা	৭৬	(৯.৯১%)	২৭	(৩.৫২%)	১০৩	(১৩.৪৩%)
বরিশাল	৩৭	(৪.৮২%)	১২	(১.৫৬%)	৪৯	(৬.৩৯%)
সিলেট	১৬	(২.০৯%)	৪	(০.৫২%)	২০	(২.৬১%)
রংপুর	৭০	(৯.১৩%)	৩৪	(৪.৪৩%)	১০৪	(১৩.৫৬%)
ময়মনসিংহ	৬৩	(৮.২১%)	২৬	(৩.৩৯%)	৮৯	(১১.৬০%)
মোট	৫৬০	(৭৩.০১%)	২০৭	(২৬.৯৯%)	৭৬৭	(১০০.০০%)

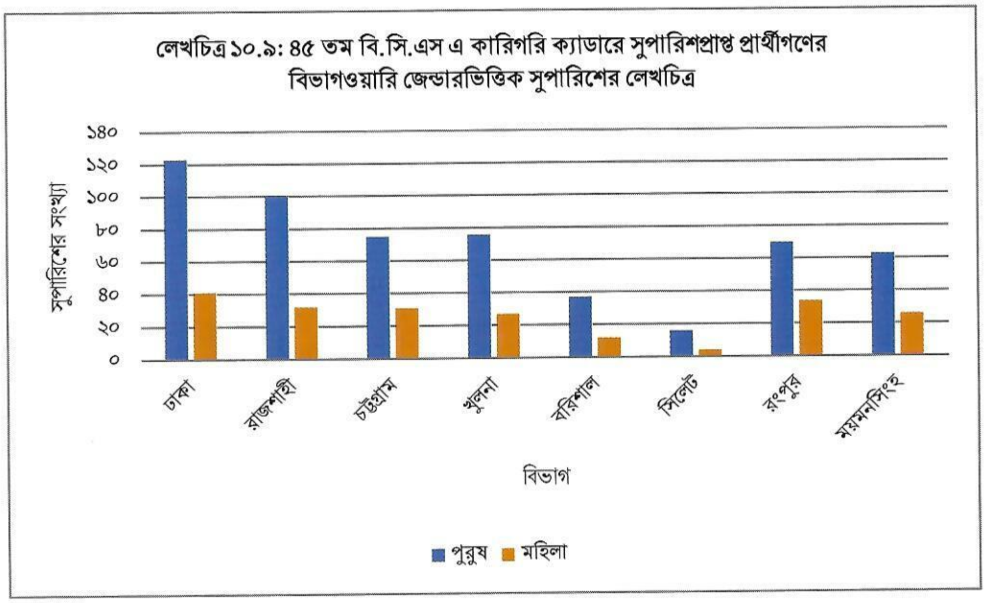

সারণি ১০.১০: ৪৫ তম বি.সি.এস এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৯০	(১৭.৪৪%)	১৮	(৩.৪৯%)	১০৮	(২০.৯৩%)
রাজশাহী	৫৭	(১১.০৫%)	১১	(২.১৩%)	৬৮	(১৩.১৮%)
চট্টগ্রাম	৭৫	(১৪.৫৩%)	১৭	(৩.২৯%)	৯২	(১৭.৮৩%)
খুলনা	৬১	(১১.৮২%)	১৩	(২.৫২%)	৭৪	(১৪.৩৪%)
বরিশাল	১৬	(৩.১০%)	৭	(১.৩৬%)	২৩	(৪.৪৬%)
সিলেট	১২	(২.৩৩%)	২	(০.৩৯%)	১৪	(২.৭১%)
রংপুর	৬৫	(১২.৬০%)	৬	(১.১৬%)	৭১	(১৩.৭৬%)
ময়মনসিংহ	৫৫	(১০.৬৬%)	১১	(২.১৩%)	৬৬	(১২.৭৯%)
মোট	৪৩১	(৮৩.৫৩%)	৮৫	(১৬.৪৭%)	৫১৬	(১০০.০০%)

লেখচিত্র ১০.১০: ৪৫ তম বি.সি.এস এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

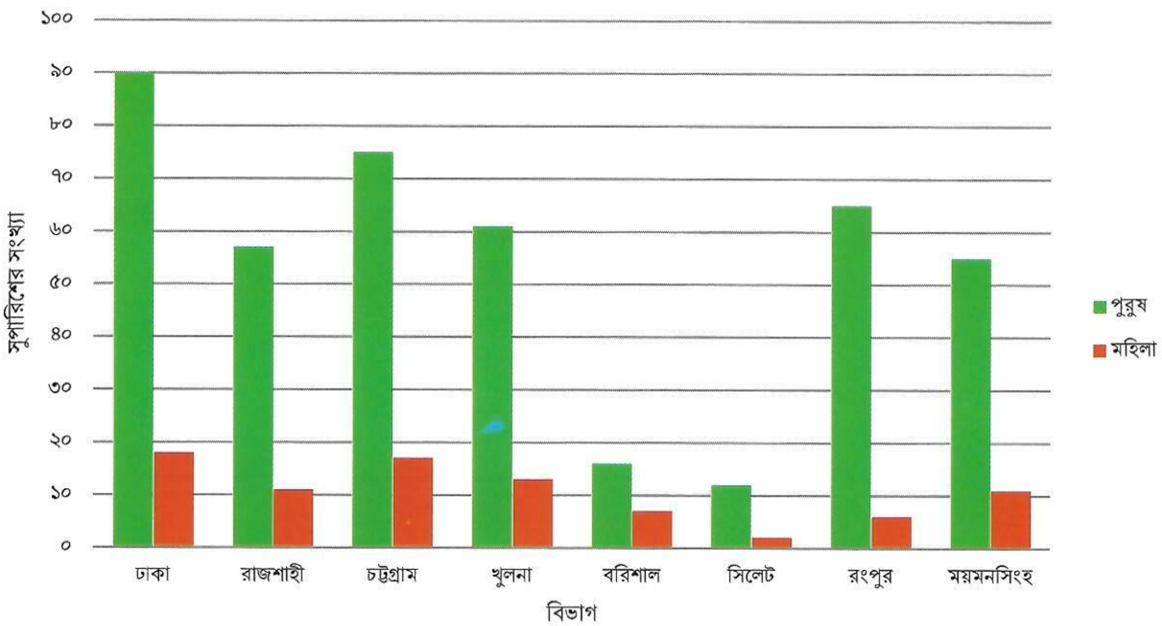

সারণি ১০.১১: ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

(সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)

ক্রমিক	মেডিকেল	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)	(৩)		(৪)		(৫)	
১.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২০০	(৫.৭১%)	১৫১	(৪.৩১%)	৩৫১	(১০.০৩%)
২.	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১৭১	(৪.৮৯%)	১১৭	(৩.৩৪%)	২৮৮	(৮.২৩%)
৩.	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	১৩৩	(৩.৮০%)	১২০	(৩.৪৩%)	২৫৩	(৭.২৩%)
৪.	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	১২১	(৩.৪৬%)	১২৯	(৩.৬৯%)	২৫০	(৭.১৪%)
৫.	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	১৩৯	(৩.৯৭%)	৮৩	(২.৩৭%)	২২২	(৬.৩৪%)
৬.	রংপুর মেডিকেল কলেজ	১২১	(৩.৪৬%)	৯২	(২.৬৩%)	২১৩	(৬.০৯%)
৭.	এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	১২৮	(৩.৬৬%)	৮০	(২.২৯%)	২০৮	(৫.৯৪%)
৮.	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ	১১২	(৩.২০%)	৯৫	(২.৭১%)	২০৭	(৫.৯১%)
৯.	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ	১১১	(৩.১৭%)	৬৩	(১.৮০%)	১৭৪	(৪.৯৭%)
১০.	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ	৭০	(২.০০%)	৩৭	(১.০৬%)	১০৭	(৩.০৬%)
	খুলনা মেডিকেল কলেজ	৬২	(১.৭৭%)	৪৫	(১.২৯%)	১০৭	(৩.০৬%)

*****উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।***

সারণি ১০.১২(ক): ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
ঢাকা	৪৩০৫	(১০.৪৯%)	৬৪১৫	(১৫.৬৪%)	০	(০.০০%)	১০৭২০	(২৬.১৩%)
রাজশাহী	২৮২৯	(৬.৯০%)	৩৬৯৭	(৯.০১%)	১	(০.০০২%)	৬৫২৭	(১৫.৯১%)
চট্টগ্রাম	৪১১৮	(১০.০৪%)	৪৩৮৪	(১০.৬৯%)	০	(০.০০%)	৮৫০২	(২০.৭২%)
খুলনা	২৩৮৬	(৫.৮২%)	২৭১৬	(৬.৬২%)	১	(০.০০২%)	৫১০৩	(১২.৪৪%)
বরিশাল	৮৫১	(২.০৭%)	১০৯৫	(২.৬৭%)	০	(০.০০%)	১৯৪৬	(৪.৭৪%)
সিলেট	৭৩২	(১.৭৮%)	৬৪১	(১.৫৬%)	০	(০.০০%)	১৩৭৩	(৩.৩৫%)
রংপুর	১৭৫২	(৪.২৭%)	২২৪৯	(৫.৪৮%)	০	(০.০০%)	৪০০১	(৯.৭৫%)
ময়মনসিংহ	১২৪৫	(৩.০৩%)	১৬০৮	(৩.৯২%)	০	(০.০০%)	২৮৫৩	(৬.৯৫%)
মোট	১৮২১৮	(৪৪.৪১%)	২২৮০৫	(৫৫.৫৯%)	২	(০.০০৫%)	৪১০২৫	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১২(খ): ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৬২৫	(১২.০১%)	৪৬০	(৮.৮৪%)	১০৮৫	(২০.৮৪%)
রাজশাহী	৪৮৭	(৯.৩৫%)	৩৪২	(৬.৫৭%)	৮২৯	(১৫.৯২%)
চট্টগ্রাম	৬৮৪	(১৩.১৪%)	৪২৭	(৮.২০%)	১১১১	(২১.৩৪%)
খুলনা	৪৩২	(৮.৩০%)	২৭১	(৫.২১%)	৭০৩	(১৩.৫০%)
বরিশাল	১৬৪	(৩.১৫%)	১৩৫	(২.৫৯%)	২৯৯	(৫.৭৪%)
সিলেট	১০৯	(২.০৯%)	৫৭	(১.০৯%)	১৬৬	(৩.১৯%)
রংপুর	৩৩২	(৬.৩৮%)	২২৮	(৪.৩৮%)	৫৬০	(১০.৭৬%)
ময়মনসিংহ	২৬১	(৫.০১%)	১৯২	(৩.৬৯%)	৪৫৩	(৮.৭০%)
মোট	৩০৯৪	(৫৯.৪৩%)	২১১২	(৪০.৫৭%)	৫২০৬	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১২(গ): ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	৪১১	(১১.৭৪%)	৩১৬	(৯.০৩%)	৭২৭	(২০.৭৭%)
রাজশাহী	৩৩৪	(৯.৫৪%)	২২৩	(৬.৩৭%)	৫৫৭	(১৫.৯১%)
চট্টগ্রাম	৪৭৭	(১৩.৬৩%)	৩০১	(৮.৬০%)	৭৭৮	(২২.২৩%)
খুলনা	২৭৯	(৭.৯৭%)	১৮১	(৫.১৭%)	৪৬০	(১৩.১৪%)
বরিশাল	১০৬	(৩.০৩%)	১০০	(২.৮৬%)	২০৬	(৫.৮৯%)
সিলেট	৭০	(২.০০%)	৪১	(১.১৭%)	১১১	(৩.১৭%)
রংপুর	২১৭	(৬.২০%)	১৪৬	(৪.১৭%)	৩৬৩	(১০.৩৭%)
ময়মনসিংহ	১৬৫	(৪.৭১%)	১৩৩	(৩.৮০%)	২৯৮	(৮.৫১%)
মোট	২০৫৯	(৫৮.৮৩%)	১৪৪১	(৪১.১৭%)	৩৫০০	(১০০.০০%)

***উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।*

লেখচিত্র ১০.১২: ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস.এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

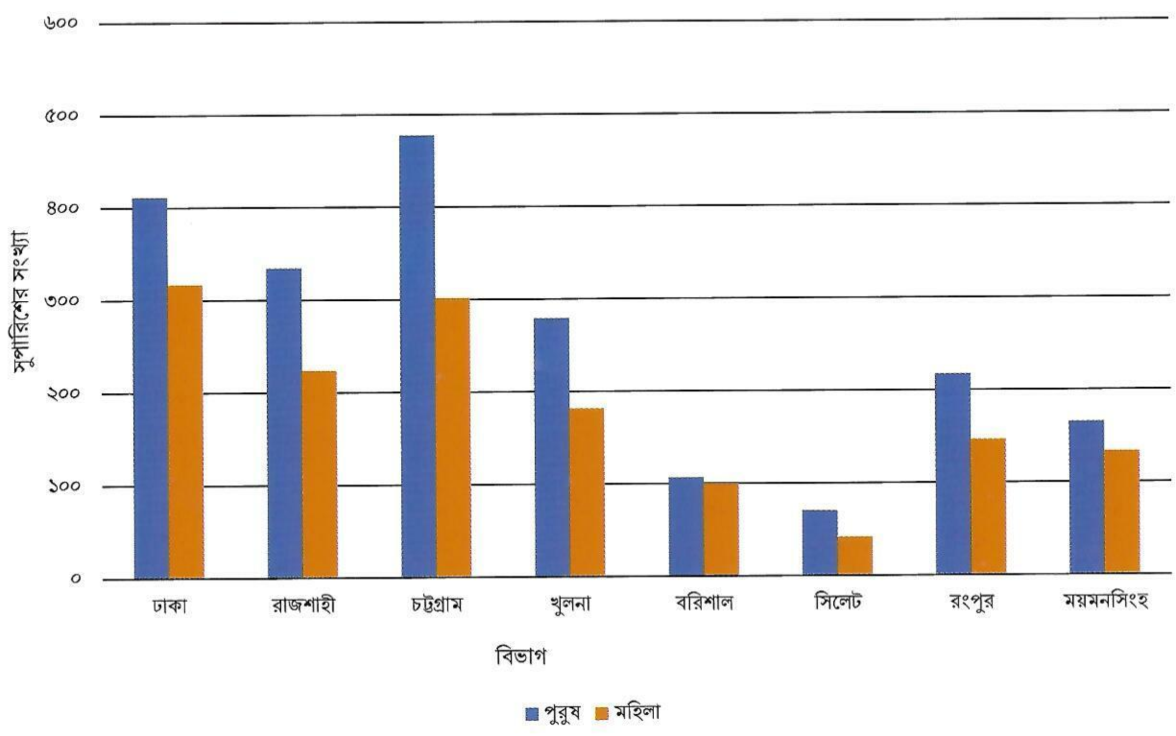

সারণি ১০.১৩(ক): ৪৮তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	৭৯৯	(০১.৯৫%)	১০৭৫	(০২.৬২%)	০	(০০.০০%)	১৮৭৪	(০৪.৫৭%)
২৪-২৬	৫৮১৮	(১৪.১৮%)	৮৮১৭	(২১.৪৯%)	০	(০০.০০%)	১৪৬৩৫	(৩৫.৬৭%)
২৭-২৯	৮১৬৫	(১৯.৯০%)	৯২৩৩	(২২.৫১%)	২	(০০.০০%)	১৭৪০০	(৪২.৪১%)
৩০-৩২	৩৪৩৬	(০৮.৩৮%)	৩৬৮০	(০৮.৯৭%)	০	(০০.০০%)	৭১১৬	(১৭.৩৫%)
মোট	১৮২১৮	(৪৪.৪১%)	২২৮০৫	(৫৫.৫৯%)	২	(০০.০০%)	৪১০২৫	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১৩(খ): ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস.এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	৬০	(০১.১৫%)	৪১	(০০.৭৯%)	১০১	(০১.৯৪%)
২৪-২৬	১০৯১	(২০.৯৬%)	৮২০	(১৫.৭৫%)	১৯১১	(৩৬.৭১%)
২৭-২৯	১৬০৩	(৩০.৭৯%)	১০২৫	(১৯.৬৯%)	২৬২৮	(৫০.৪৮%)
৩০-৩২	৩৪০	(০৬.৫৩%)	২২৬	(০৪.৩৪%)	৫৬৬	(১০.৮৭%)
মোট	৩০৯৪	(৫৯.৪৩%)	২১১২	(৪০.৫৭%)	৫২০৬	(১০০.০০%)

সারণি ১০.১৩(গ): ৪৮তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	২৫	(০০.৭১%)	২৩	(০০.৬৬%)	৪৮	(০১.৩৭%)
২৪-২৬	৭৭৪	(২২.১১%)	৫৬০	(১৬.০০%)	১৩৩৪	(৩৮.১১%)
২৭-২৯	১০৮৪	(৩০.৯৭%)	৭২৩	(২০.৬৬%)	১৮০৭	(৫১.৬৩%)
৩০-৩২	১৭৬	(০৫.০৩%)	১৩৫	(০৩.৮৬%)	৩১১	(০৮.৮৯%)
মোট	২০৫৯	(৫৮.৮৩%)	১৪৪১	(৪১.১৭%)	৩৫০০	(১০০.০০%)

***উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।*

লেখচিত্র ১০.১৩: ৪৮তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক সুপারিশের লেখচিত্র

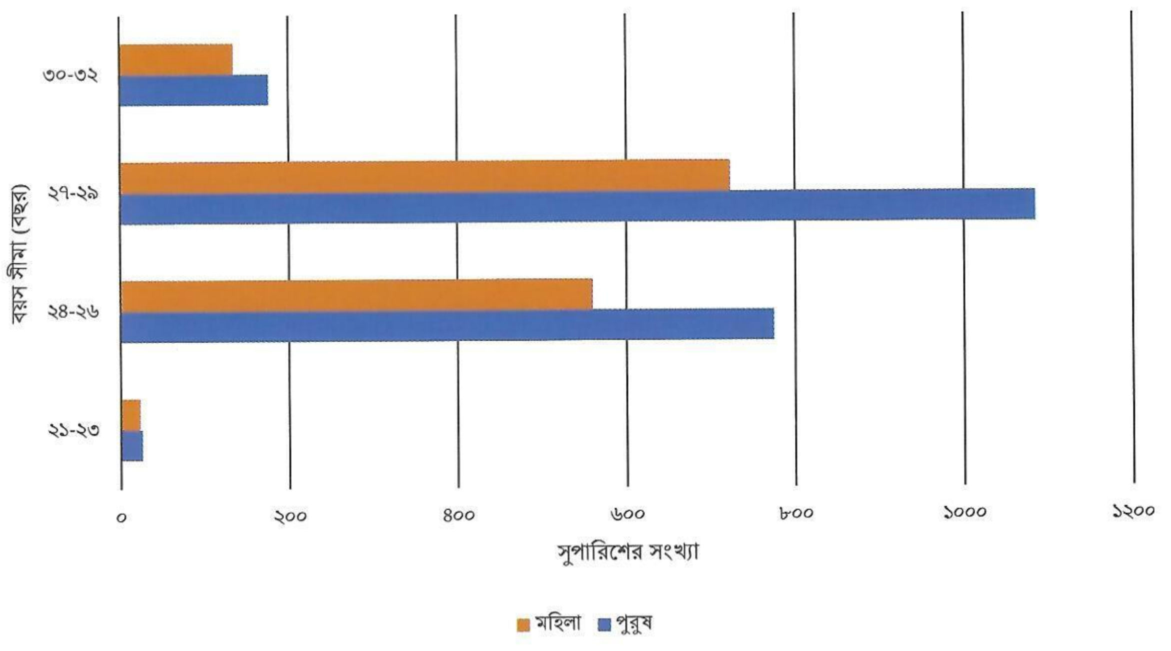

সারণি ১০.১৪: ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

(সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)

ক্রমিক	বিশ্ববিদ্যালয়	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)	(৩)		(৪)		(৫)	
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫৬	(৫৩.৭০%)	৮৮	(১৩.২৭%)	৪৪৪	(৬৬.৯৭%)
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮	(৫.৭৩%)	৭	(১.০৬%)	৪৫	(৬.৭৯%)
৩	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪	(৫.১৩%)	৪	(০.৬০%)	৩৮	(৫.৭৩%)
	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩	(৪.৯৮%)	৫	(০.৭৫%)	৩৮	(৫.৭৩%)
৪	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২২	(৩.৩২%)	১	(০.১৫%)	২৩	(৩.৪৭%)
৫	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭	(১.০৬%)	৩	(০.৪৫%)	১০	(১.৫১%)
৬	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৯	(১.৩৬%)	০	(০.০০%)	৯	(১.৩৬%)
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৯	(১.৩৬%)	০	(০.০০%)	৯	(১.৩৬%)
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৮	(১.২১%)	০	(০.০০%)	৮	(১.২১%)
৮	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৩	(০.৪৫%)	১	(০.১৫%)	৪	(০.৬০%)
	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৩	(০.৪৫%)	১	(০.১৫%)	৪	(০.৬০%)
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩	(০.৪৫%)	০	(০.০০%)	৩	(০.৪৫%)
	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	(০.৪৫%)	০	(০.০০%)	৩	(০.৪৫%)
	হাজী মুহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	(০.৪৫%)	০	(০.০০%)	৩	(০.৪৫%)
১০	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২	(০.৩০%)	০	(০.০০%)	২	(০.৩০%)
	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২	(০.৩০%)	০	(০.০০%)	২	(০.৩০%)
	ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়	২	(০.৩০%)	০	(০.০০%)	২	(০.৩০%)
	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২	(০.৩০%)	০	(০.০০%)	২	(০.৩০%)
	ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি	২	(০.৩০%)	০	(০.০০%)	২	(০.৩০%)

***উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।*

সারণি ১০.১৫(ক): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ	মহিলা	তৃতীয় লিঙ্গ	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ঢাকা	২৭৬৭৯ (৮.৮৫%)	২৮৮৯৪ (৯.২৪%)	৮ (০.০০৩%)	৫৬৫৮১ (১৮.০৯%)
রাজশাহী	২৮৯৫৪ (৯.২৬%)	২২০২৭ (৭.০৪%)	৩ (০.০০১%)	৫০৯৮৪ (১৬.৩০%)
চট্টগ্রাম	২৯৫৫৯ (৯.৪৫%)	২২১১৩ (৭.০৭%)	২ (০.০০১%)	৫১৬৭৪ (১৬.৫২%)
খুলনা	২৬৮৭৩ (৮.৫৯%)	১৮৮৪০ (৬.০২%)	৫ (০.০০২%)	৪৫৭১৮ (১৪.৬২%)
বরিশাল	১১৮৬৩ (৩.৭৯%)	৮৫৭২ (২.৭৪%)	২ (০.০০১%)	২০৪৩৭ (৬.৫৩%)
সিলেট	৪৭৪৬ (১.৫২%)	৩২৬৯ (১.০৫%)	২ (০.০০১%)	৮০১৭ (২.৫৬%)
রংপুর	২৯৪২৪ (৯.৪১%)	১৯৮৪২ (৬.৩৪%)	৬ (০.০০২%)	৪৯২৭২ (১৫.৭৫%)
ময়মনসিংহ	১৭১০৩ (৫.৪৭%)	১২৯৬৪ (৪.১৫%)	২ (০.০০১%)	৩০০৬৯ (৯.৬১%)
মোট	১৭৬২০১ (৫৬.৩৪%)	১৩৬৫২১ (৪৩.৬৫%)	৩০ (০.০১০%)	৩১২৭৫২ (১০০%)

সারণি ১০.১৫(খ): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)
ঢাকা	১৯২ (১৫.৭৫%)	৬৩ (৫.১৭%)	২৫৫ (২০.৯২%)
রাজশাহী	১৬১ (১৩.২১%)	৩২ (২.৬৩%)	১৯৩ (১৫.৮৩%)
চট্টগ্রাম	১৯০ (১৫.৫৯%)	২২ (১.৮০%)	২১২ (১৭.৩৯%)
খুলনা	১৩৩ (১০.৯১%)	২৬ (২.১৩%)	১৫৯ (১৩.০৪%)
বরিশাল	৫২ (৪.২৭%)	১৩ (১.০৭%)	৬৫ (৫.৩৩%)
সিলেট	৩২ (২.৬৩%)	৫ (০.৪১%)	৩৭ (৩.০৪%)
রংপুর	১৫২ (১২.৪৭%)	২০ (১.৬৪%)	১৭২ (১৪.১১%)
ময়মনসিংহ	১০৮ (৮.৮৬%)	১৮ (১.৪৮%)	১২৬ (১০.৩৪%)
মোট	১০২০ (৮৩.৬৮%)	১৯৯ (১৬.৩২%)	১২১৯ (১০০%)

সারণি ১০.১৫(গ): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভাগ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
ঢাকা	১০৬	(১৫.৮৭%)	৩৪	(৫.০৯%)	১৪০	(২০.৯৬%)
রাজশাহী	৮০	(১১.৯৮%)	১৭	(২.৫৪%)	৯৭	(১৪.৫২%)
চট্টগ্রাম	১০৯	(১৬.৩২%)	১৪	(২.১০%)	১২৩	(১৮.৪১%)
খুলনা	৭৩	(১০.৯৩%)	১৩	(১.৯৫%)	৮৬	(১২.৮৭%)
বরিশাল	২৭	(৪.০৪%)	১০	(১.৫০%)	৩৭	(৫.৫৪%)
সিলেট	১৮	(২.৬৯%)	৫	(০.৭৫%)	২৩	(৩.৪৪%)
রংপুর	৭৮	(১১.৬৮%)	১০	(১.৫০%)	৮৮	(১৩.১৭%)
ময়মনসিংহ	৬৫	(৯.৭৩%)	৯	(১.৩৫%)	৭৪	(১১.০৮%)
মোট	৫৫৬	(৮৩.২৩%)	১১২	(১৬.৭৭%)	৬৬৮	(১০০%)

***উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।*

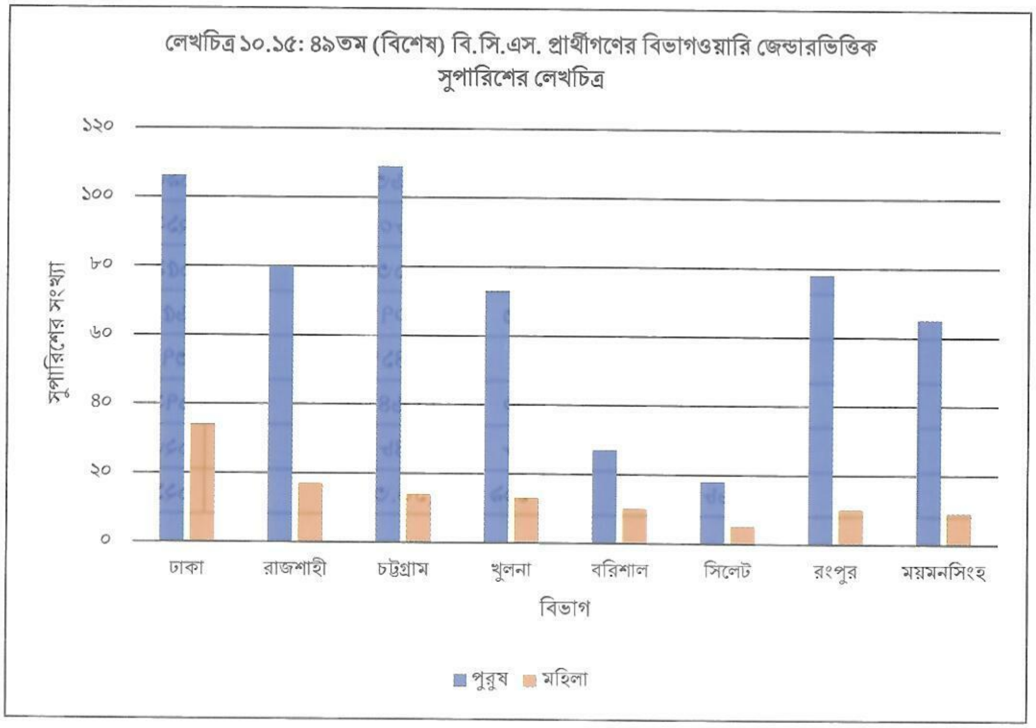

সারণি ১০.১৬(ক): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষায় আবেদনকারীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		তৃতীয় লিঙ্গ		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)		(৫)	
২১-২৩	৭৯৪২	(০২.৫৪%)	৮৬৭৯	(০২.৭৮%)	১	(০.০০০৩%)	১৬৬২২	(০৫.৩১%)
২৪-২৬	৬৫১৫৮	(২০.৮৩%)	৫৮৮২২	(১৮.৮১%)	১২	(০.০০৪%)	১২৩৯৯২	(৩৯.৬৫%)
২৭-২৯	৭১০৫৮	(২২.৭২%)	৪৯৯২০	(১৫.৯৬%)	১৩	(০.০০৪%)	১২০৯৯১	(৩৮.৬৯%)
৩০-৩২	৩২০৪৩	(১০.২৫%)	১৯১০০	(০৬.১১%)	৪	(০.০০১%)	৫১১৪৭	(১৬.৩৫%)
মোট	১৭৬২০১	(৫৬.৩৪%)	১৩৬৫২১	(৪৩.৬৫%)	৩০	(০.০১%)	৩১২৭৫২	(১০০%)

সারণি ১০.১৬(খ): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা		মোট	
(১)	(২)		(৩)		(৪)	
২১-২৩	৪২	(০৩.৪৫%)	৬	(০০.৪৯%)	৪৮	(০৩.৯৪%)
২৪-২৬	৪৮৩	(৩৯.৬২%)	১০০	(০৮.২০%)	৫৮৩	(৪৭.৮৩%)
২৭-২৯	৩৯৯	(৩২.৭৩%)	৭৯	(০৬.৪৮%)	৪৭৮	(৩৯.২১%)
৩০-৩২	৯৬	(০৭.৮৮%)	১৪	(০১.১৫%)	১১০	(০৯.০২%)
মোট	১০২০	(৮৩.৬৮%)	১৯৯	(১৬.৩২%)	১২১৯	(১০০%)

সারণি ১০.১৬(গ): ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ)এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণী	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২১-২৩	২৮ (০৪.১৯%)	৫ (০০.৭৫%)	৩৩ (০৪.৯৪%)
২৪-২৬	২৮৫ (৪২.৬৬%)	৬০ (০৮.৯৮%)	৩৪৫ (৫১.৬৫%)
২৭-২৯	১৯৩ (২৮.৮৯%)	৪১ (০৬.১৪%)	২৩৪ (৩৫.০৩%)
৩০-৩২	৫০ (০৭.৪৯%)	৬ (০০.৯০%)	৫৬ (০৮.৩৮%)
মোট	৫৫৬ (৮৩.২৩%)	১১২ (১৬.৭৭%)	৬৬৮ (১০০%)

***উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান স্থগিত প্রার্থীসহ দেয়া হয়েছে।*

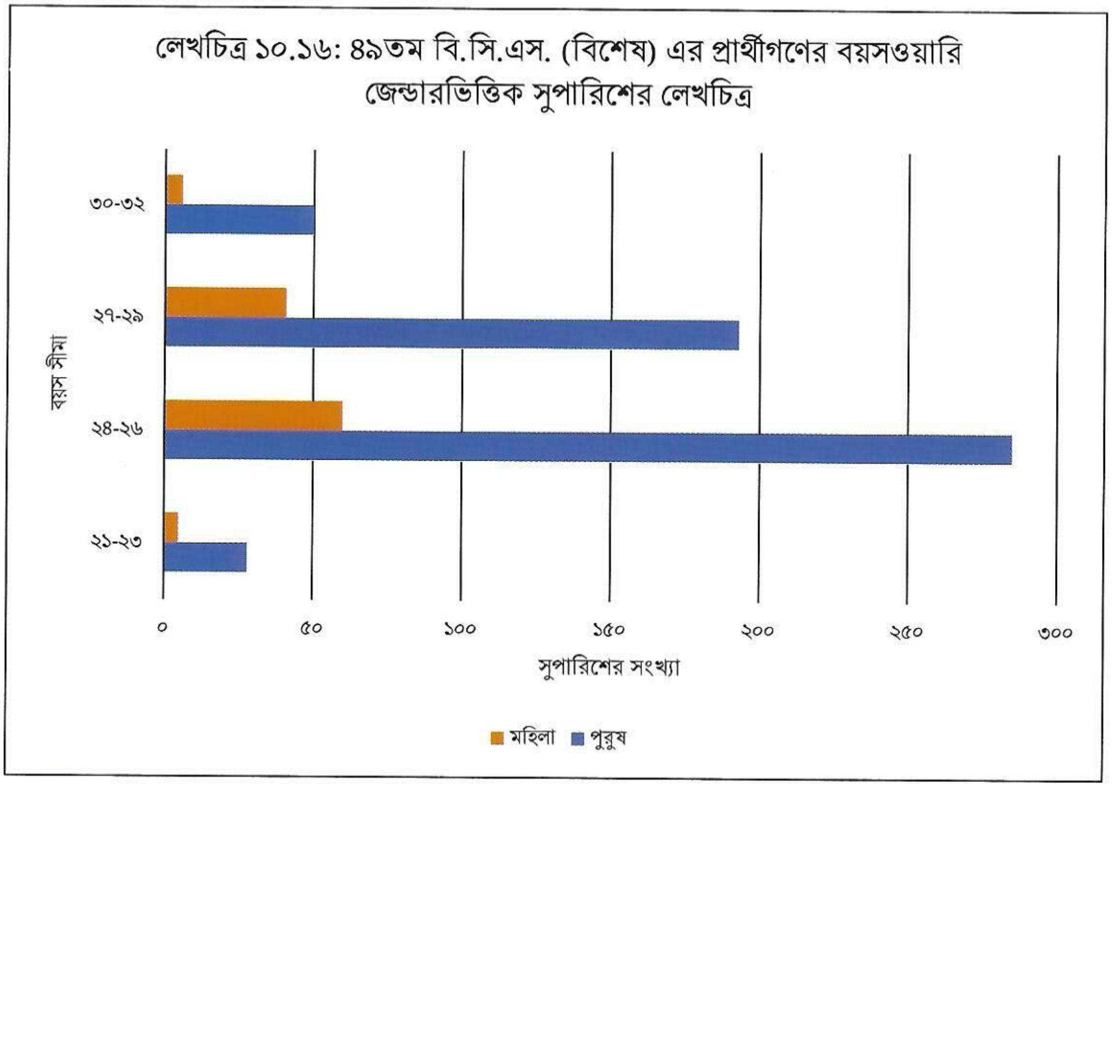

একাদশ অধ্যায়

স্মারকলিপি

সংবিধানে স্মারকলিপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ;

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

আলোচ্য বছরের স্মারকলিপি

১৪১ (২)(ক) : কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই এমন তথ্য কমিশন অবগত নয়;

১৪১ (২)(খ) : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭৮.২২.০০৪.১৬-০৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে The Bangladesh Civil Service (Agriculture) Recruitment Rules, 1981 এর B. (Department of Agriculture Marketing) অংশ সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পরামর্শের জন্য খসড়া প্রজ্ঞাপনসহ একটি প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত খসড়া প্রজ্ঞাপনটি বাংলায় মুদ্রিত ছিল, যা প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত। প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল কাগজপত্র এবং খসড়া প্রজ্ঞাপন পর্যালোচনা করে খসড়া প্রজ্ঞাপনটি আংশিক সংশোধনক্রমে কমিশনের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশ ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া প্রজ্ঞাপনটি সুপারিশসহ ০৬ জুলাই ২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বাংলা প্রজ্ঞাপনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে গেজেটে প্রকাশ করে, এতে ভাষাগত গুরুতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত এবং কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত বাংলা প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত পদসমূহে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদধারীদের যোগ্যতায় চাকরিসহ/চাকরির অভিজ্ঞতাসহ শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যা ইংরেজিতে Including হিসেবে প্রতিস্থাপতি হবে। কমিশনের সুপারিশকে উপেক্ষা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত ইংরেজি প্রজ্ঞাপনে Including শব্দের পরিবর্তে or শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা বর্ণিত পদসমূহের পদোন্নতি যোগ্যতার মূল ধারণাকে পরিবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশকে উপেক্ষা করা হয়েছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদ, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এবং Rules of Business, 1996 এর পরিপন্থি।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ও উদ্‌যাপিত/পালনকৃত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্রঃ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি (চেয়ারম্যান) অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম ১৫.১০.২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য ডা: মোঃ আমিনুল ইসলাম (বাম থেকে ৩য়), জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা (বাম থেকে ২য়), ড. নূরুল কাদির (বাম থেকে ৪র্থ) এবং ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার (বাম থেকে ১ম) ১৫.১০.২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মো: জহিরুল ইসলাম ভূইয়া (বাম থেকে ৪র্থ), অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ (বাম থেকে ৩য়), অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান (বাম থেকে ২য়) এবং ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস (বাম থেকে ১ম) ০৬.১১.২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর নবগঠিত কমিশনের এক বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানকে ফুলেল শুভেচ্ছা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিবের পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ৫৩তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

কেক কেটে কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ৫৩তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ৫৩তম বর্ষপূর্তিতে মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিবের পুষ্পস্তবক অর্পণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ৫৩তম বর্ষপূর্তিতে আলোচনা সভা

ছাত্রজনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা

১৭—

ছাত্রজনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন

ছাত্রজনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষ্যে আলোচনাসভায় উপস্থিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

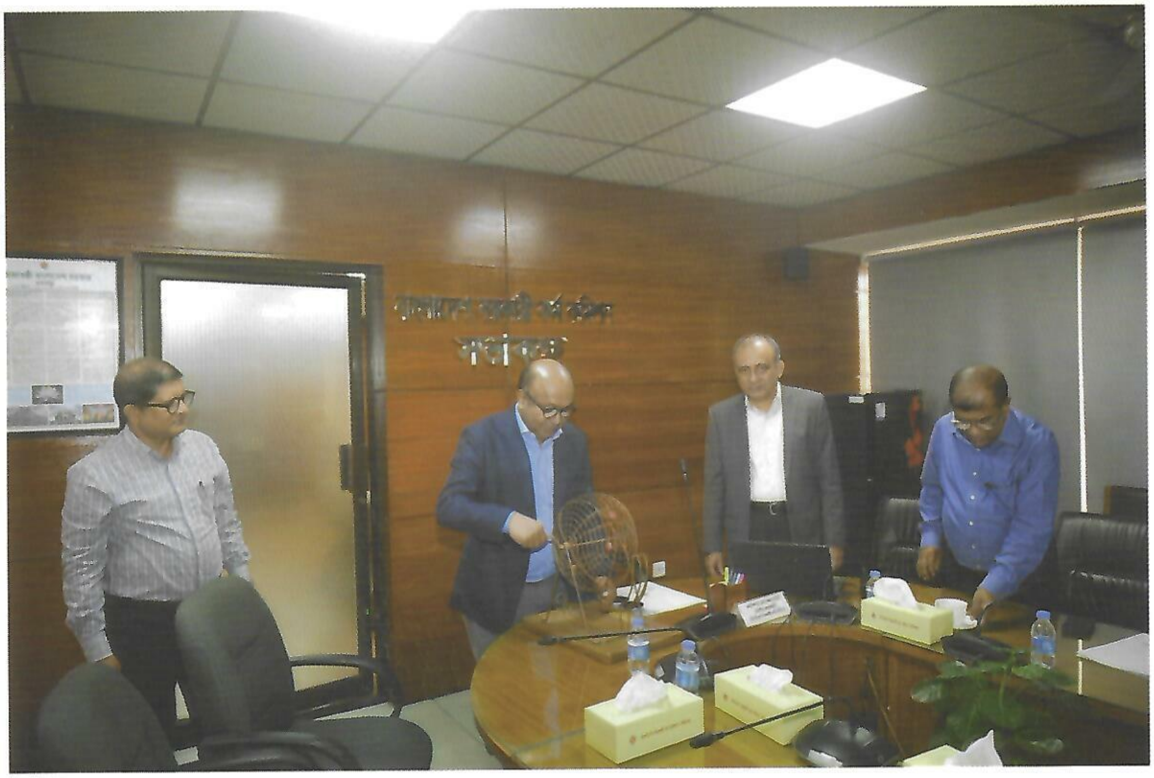

৪৬তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাছাইয়ের জন্য লটারি